NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ শারদ সাহিত্য বনাম সাহিত্যে শারদ

এবারের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম জয় ৮

কলকাতা ১৭ অক্টোবর ২০২৩ ২৯ আশ্বিন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ১২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 17.10.2023, Vol.17, Issue No. 128, 8 Pages, Price 3.00

প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে এবার রাস্তা হবে কলকাতায়

ঘোষণা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিক জীবনের একটি দীর্ঘ পর্ব জুড়ে সঙ্গে ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই। সেই কংগ্রেসের সময় থেকে। শুধু রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়, ব্যক্তিগত স্তরেও মমতা ও সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বেশ সুমধুর সম্পর্ক ছিল। মমতাকে ভীষণ স্নেহ করতেন সুব্রতবাবু। কলকাতা পুরনিগমে তৃণমূল কংগ্রেস যখন প্রথমবার বোর্ড গড়ে তখনও মেয়র পদের জন্য মমতা সুব্রতকেই এগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সুব্রতবাবুর পুজো হিসাবে খ্যাত দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট এলাকার একডালিয়া এভারগ্রিনের দুর্গাপুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মুহূর্তে মমতা স্মৃতিচারণ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কলকাতার প্রয়াত মেয়রকে। সেই সঙ্গে জানালেন খুব শীঘ্রই কলকাতায় একটি রাস্তার নামকরণও করা হবে সুব্রতবাবুর নামে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একডালিয়ার পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন সুব্রতদা। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সুব্রতদা যেখানেই থাকুক, আমাদের আওয়াজ ঠিক গিয়ে পৌঁছচ্ছে তাঁর কাছে। আপনি আবার আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করুন, আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন। সুব্রতদার মুখটা দেখলে খুব কষ্ট হয়। হাসিমুখটা খুব মিস করি। প্রতিবার বলত কী রে আমায় কবে সময় দিবি? কীভাবে লোকটা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল! নিশ্চয়ই ট্রিটমেন্টে কোথাও ভুলভ্রান্তি ছিল বলে মানুষটা এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। প্রতিবার মায়ের সামনে নিয়ে গিয়ে আমায় শাড়ি দিত। একডালিয়া তাঁর জীবন ছিল। চারদিন আড্ডা মারত। একডালিয়ার মণ্ডপে পুজোর উদ্বোধনে এদিন উপস্থিত ছিলেন সুব্রতবাবুর স্ত্রী ছন্দবাণী দেবীও । তিনি এবার পুজোর প্রেসিডেন্ট। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় আবেগঘন হন তিনিও। ছন্দাবাণী দেবীর সঙ্গেও এদিন বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়াত নেতার স্ত্রীকে মমতা বললেন, 'আমি যাব বৌদি। আমার পায়ে চোট আছে। ভাল হলেই যাব।' সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, আগামী দিনে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি রাস্তা বানিয়ে দেবেন তিনি।

শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা। *ছবি: অদিতি সাহা*

মমতার দুয়ারে কিংবদন্তী ফুটবলার রোনাল্ডিনহো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তী ফুটবলার রোনাল্ডিনহো সোমবার শহরের বেশ কিছু পুজো ঘুরে দেখেন। এদিন বিকেলে কালীঘাটের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও বাড়ির বাইরে এসে কিংবদন্তী ফুটবলারকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকাকে উত্তরীয় পড়িয়ে স্বাগত জানান।

এছাড়া একটি ফুটবলও উপহার হিসেবে রোনাল্ডিনহোর হাতে তুলে দেন তিনি। কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবকর্তারা জার্সিও উপহার দেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারকে। প্রায় ১৮ মিনিট মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকা। এর আগে সকালে তিনি দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো নামে পরিচিত শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে যান। সেখানে তাঁকে ঘিরে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। উত্তর কলকাতার আহিরিটোলা যুবক বৃন্দের পুজোতেও যান রোনাল্ডিনহো। গত কয়েকদিনের মতো সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেছেন। সমাজসেবী সংঘ, হিন্দুস্তান পার্ক, একডালিয়া এভারগ্রিন, গোলপার্ক সার্বজনীন, ভবানীপুর অবসর-সহ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক সেরা পুজো তাঁর উদ্বোধনের তালিকায় ছিল। প্রয়াত বর্ষিয়ান রাজনীতিক, রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত একডালিয়া এভারগ্রিনের পুজো উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে শহরের একটি রাস্তার নাম করণ করা হবে। এদিন পুজো উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের নিজস্ব অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা যাত্রী সাথীরও উদ্বোধন করেন। ২৭ অক্টোবর দুর্গাপুজোর কার্নিভালে সকলের সঙ্গে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী কালও তাঁর বেশ কিছু পুজোর উদ্বোধনের কর্মসূচি রয়েছে।

রাজ্যপালের অনুমোদন মেলেনি

বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকেও পাশ হল না সংশোধনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালের অনুমোদন না মেলায় বিশেষ অধিবেশন ডেকেও রাজ্যের বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংশোধনী বিধানসভায় পাশ করানো গেলোনা। সরকার চেয়েছিল, মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির এই সংশোধনী বিল সোমবারই পাশ করিয়ে নিতে। যেহেতু এটি আর্থিক বিল, তাই তা বিধানসভায় পেশ করার আগে প্রয়োজন হয় রাজ্যপালের অনুমতির। সূত্রের খবর, অনুমোদনের জন্য দিন তিনেক আগেই এই বিল রাজভবনে পাঠানো হয়। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু সেই বিলে সই করেননি আনন্দ বোস।

তবে পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই সোমবার বেলা বারোটায় বিধানসভার অধিবেশন শুরুর পর বিল দুটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সভায় পেশ করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তবে বিলের ওপর আলোচনা হয়নি। যদিও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একজন প্রাক্তন বিধায়কের মৃত্যুর কারণে বিল পাশের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হল। তিনি জানান, আগামী ৪ ডিসেম্বর এই বিলের ওপর আলোচনা হবে। পরে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যপালের সম্মতি মিললে ফের বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিল পাশ করানো হবে।

বিধানসভাতে দাঁড়িয়েই মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণা বাস্তবায়িত করার জন্য বিধানসভায় বিল পাশ করাতে হয় সরকারকে। পুজোর আগেই সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিতে চেয়েছিল নবান্ন। তাই তড়িঘড়ি সোমবার একদিনের জন্য বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল বিধানসভায়। এমন অবস্থায় কী করণীয়, তা ঠিক করতেই বিধানসভার বিএ কমিটি বৈঠকে বসে। বৈঠক শেষে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্যপাল বিল সই না করায় এদিন এই নিয়ে বিধানসভায় কোনও আলোচনা করা যাবে না। বিল পেশ করা হবে ঠিকই। কিন্তু প্রস্তাবিত বিল নিয়ে আলোচনা বা ভোটাভুটি হবে না। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংশোধনী বিল নিয়ে আপত্তি রয়েছে বিজেপির। প্রথমে তারা জানিয়েছিল, এই বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেবে না দলের কোনও বিধায়করা। কিন্তু পরে মত পাল্টায় পদ্ম শিবির। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, তাঁরা বিধানসভায় যাবেন। সেখানেই বিল নিয়ে আপত্তি জানাবেন। সেই মোতাবেক বিধানসভায় বিল পেশ হতেই ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা।

কলকাতায় রামমন্দিরের শাহি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনীতির কথা বলবেন না বলেও সেই রাজনীতির কথাই বলে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার মধ্য কলকাতায় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো (বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের উদ্যোগে) উদ্বোধন করতে এসেছিলেন শাহ। সেই মঞ্চ থেকে শাহ বলেন, 'আজকে রাজনীতির কথা বলতে আসিনি। তবে রাজনীতির কথা বলতে আমি আবার বাংলায় আসব। রাজনীতির কথা বলব। এখানে পরিবর্তনের জন্য সমস্ত শক্তি ঢেলে দেব।' কোনও দলের নাম করেননি শাহ। তবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিশানা কী। এ বার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের থিম অযোধ্যার রামমন্দির। সেই পুজোর উদ্বোধন করে শাহ বলেন, 'আগামী জানুয়ারি মাসে অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধন। তার আগে কলকাতাবাসী রামমন্দিরের উদ্বোধন করে দিলেন। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে রামমন্দিরের ভাবনা পৌঁছে দিল কলকাতা।'

বিস্তারিত শহরের পাতায়

কুখ্যাত নিঠারি হত্যাকাণ্ডে বেকসুর খালাস ২ অভিযুক্ত

রদ ফাঁসির সাজাও

এলাহাবাদ, ১৬ অক্টোবর: ২০০৬ সালে নয়ডার কুখ্যাত নিঠারি হত্যা মামলার সেই দুই মূল অভিযুক্ত মণীন্দ্র সিং পান্ধের এবং সুরেন্দ্র কোহলির ফাঁসির সাজা রদ করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, সুরেন্দ্রকে ১২টি মামলায় এবং মণীন্দ্রকে দু'টি মামলায় বেকসুর ঘোষণা করেছে উচ্চ আদালত। তাতেই তাঁদের ফাঁসির সাজা রদ হল। এর আগে নিম্ন আদালতে তাঁদের সাজা ঘোষণা হয়েছিল।

২০০৫-২০০৬ সাল নাগাদ নিঠারিতে একের পর যুবতী, কিশোর-কিশোরী নিখোঁজ হতে শুরু করে। তার তদন্তে নেমে ২০০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর নিঠারির ব্যবসায়ী পান্ধেরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ১৯টি কঙ্কাল এবং কিছু দেহাবশেষ। এই ঘটনায় গোটা দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। পরে তদন্তে উঠে আসে, শিশু, কিশোর-কিশোরীদের উপর যৌন অত্যাচার চালিয়ে খুন করে তাদের দেহের অংশ প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলতেন পান্ধের এবং তাঁর বাড়ির পরিচারক সুরেন্দ্র। পান্ধেরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া কঙ্কালগুলির মধ্যে একটি ছিল বাঙালি তরুণী পিঙ্কি সরকারের কঙ্কাল। অভিযোগ ছিল, যৌন নির্যাতনের পরে খুন করা হয় তাঁকে। সেই মামলায় পান্ধের এবং কোহলিকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিলেন সিবিআই আদালতের বিশেষ বিচারক পবন তিওয়ারি।

নিঠারি কাণ্ডের ১৯টি মামলার মধ্যে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে তিনটি মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। বাকি ১৬টি মামলার মধ্যে সাতটিতে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয় কোহলিকে। মণীন্দ্র অবশ্য মামলায় জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। পরে পিঙ্কি খুনের মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

সিবিআই আদালত এই দুজনের নৃশংস অপরাধের তীব্রতা বিচার করে দোষী সাব্যস্তের পাশাপাশি ফাঁসির সাজা শোনায়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যায় দোষীরা। গত মাসে ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানি শেষ করে রায়দান স্থগিত রেখেছিল। সোমবার কোহলি ও পান্ধেরের ফাঁসি রদ করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই বলে এই রায়, হাইকোর্ট সূত্রে খবর।

অভিষেকের আপ্তসহায়ককে রক্ষাকবচ দিল না হাইকোর্ট

ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন সুমিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে কোনও রক্ষাকবচ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। নিয়োগ মামলার তদন্তে সুমিতকে তলব করেছিল ইডি। ইডির নোটিসের বিরুদ্ধে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আপ্তসহায়ক। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ইডির তলবে সাড়া দিয়ে সোমবার দুপুরের দিকে কলকাতায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তর সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন সুমিত।

আদালতে সুমিতের আর্জি ছিল, এই মামলায় অভিষেককে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁকেও যেন রক্ষাকবচ দেওয়া হয়। কিন্তু সুমিতের এই আবেদনে সাড়া দিল না আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ঘোষের পর্যবেক্ষণ, অভিষেকের বিষয়টি আলাদা। নিয়োগ মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষের

চিঠির প্রেক্ষিতে অভিষেকের বক্তব্য নিয়ে মামলা ছিল। তার সঙ্গে সুমিতকে রক্ষাকবচ দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই বলেও স্পষ্ট করেছে আদালত।

এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৪ ডিসেম্বর। এর মধ্যে সুমিতের বিরুদ্ধে ইডি কোনও কড়া পদক্ষেপ করলে তিনি আদালতে আসতে পারবেন বলেও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ঘোষ। একই সঙ্গে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ইডিকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুমিতকে তলব করেছিল ইডি। ইডির নোটিসের বিরুদ্ধে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সুমিত। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। শুক্রবার সুমিতের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি ইডির আইনজীবীকে সুপারিশ করেন, সোমবার বেলা সাড়ে ১০টার পরিবর্তে বেলা ১২টায় হাজিরার সময়সীমা ধার্য করা হোক।

উল্লেখযোগ্য যে, ইডির তলবে সাড়া দিয়ে সোমবার দুপুরের দিকে কলকাতায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দপ্তর সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন সুমিত। নিয়োগ মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই মতো সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হন তিনি। উল্লেখ্য যে, এর আগে কয়লাকাণ্ডেও সুমিতের নাম উঠে এসেছিল।

যুদ্ধবিরতির দাবি নস্যাৎ ইজরায়েলের

হামাসের রকেট ধ্বংস করছে 'আয়রন বিম'

জেরুজালেম, ১৬ অক্টোবর: গাজার বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার সুযোগ দিতেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। এমন দাবিকে নস্যাৎ করল ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর। বেশ কয়েকটি সূত্রে দাবি করা হচ্ছিল যে, ইজরায়েল, আমেরিকা এবং মিশর একযোগে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তের পরই গাজার বাসিন্দাদের পালানোর জন্য রাফা সীমান্ত খুলে দিয়েছে মিশরও। যদিও সে বিষয়েও মিশর কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি। অন্যদিকে, হামাসের রকেট এবং মর্টার হামলা ঠেকাতে এ বার যুদ্ধের ময়দানে 'মহাঅস্ত্র'-কে কাজে লাগানো শুরু করল ইজরায়েল। যে অস্ত্রের নাম 'আয়রন বিম'।

ইজরায়েলের এই দাবি যখন বিভিন্ন মহলে ঘুরতে শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় তেল আভিভ ঘোষণা করে, এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যুদ্ধবিরতিও করা হচ্ছে না। যদিও ইজরায়েলের হুঁশিয়ারির পর পরই গাজা ছেড়ে দলে দলে পালাচ্ছেন সেখানকার বাসিন্দারা। মিশরে

পালানোর চেষ্টায় রাফা সীমান্তে জড়ো হয়েছেন গাজার শয়ে শয়ে মানুষ। ইজরায়েলে হামাসের হামলার পর পরই মিশর এবং ইজরায়েল তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে গাজার বাসিন্দাদের সরে যেতে বলা হলেও, দুই সীমান্ত বন্ধ থাকায় পালানোর কোনও উপায় নেই।

হামাসের রকেট এবং মর্টার হামলা ঠেকাতে এ বার যুদ্ধের ময়দানে 'মহাঅস্ত্র'-কে কাজে লাগানো শুরু করল ইজরায়েল। সে দেশের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আকাশপথে হামাসের হামলা ঠেকাতে শক্তিশালী 'লেজার পয়েন্ট ডিফেন্স সিস্টেম'-কে সক্রিয় ভাবে কাজে লাগাচ্ছে। যে অস্ত্রের নাম 'আয়রন বিম'। এই শক্তিশালী অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছিল ইজরায়েল। তার মাঝেই সেটিকে যুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হল। একটি ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে।

গোটা দেশে এই লেজার অস্ত্রকে মোতায়েন করা হয়েছে। দেশের চতুর্সীমানায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে এই 'আয়রন বিম'। হামাসের গোলা, রকেট এবং মর্টার ইজরায়েলের দিকে ছুটে এলেই সঙ্গে সঙ্গে তা আকাশেই ধ্বংস করছে। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, এই অস্ত্রটির পরীক্ষা চালাচ্ছিল ইজরায়েল। এখনই এই অস্ত্রের প্রয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা। কিন্তু এই যুদ্ধে আবহে হামাসের হামলা ঠেকাতে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হলেও 'আয়রন বিম'কে গুরুদায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে। মধ্য ইজরায়েলে হামাসের বেশ কয়েকটি রকেট এবং মর্টারকে ধ্বংস করেছে এই লেজার অস্ত্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Nirmal Soni S/o Late Sawarmal Bhiwaniwala, residing at 1 Hanspukur Lane, Kolkata - 700007 do hereby solemnly declare that my name is Nirmal Soni vide affidavit at 1st Class Metropolitan Magistrate, Kolkata, on 13-10-2023 and that Nirmal Bhiwaniwala Soni, Nirmal Bhiwaniwala, Nirmal Kumar Soni is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, BINOD KUMAR BAGRI S/O Ramdayal Bagri residing at 89, Beadon Street, Kolkata - 700006 hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Kolkata dated 03.10.2023 that my actual and correct name is BINOD KUMAR BAGRI and it is recorded in my Aadhar and PAN card but inadvertently in my Voter Identity card, BINOD BAGRI is recorded, correction is requested. BINOD KUMAR BAGRI and BINOD BAGRI is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৮৯ নং এফিডেভিট বলে Najma Bibi ও Naima Bibi, D/o. Abdul Ali, W/o. Dildar Hosen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

LOST & FOUND

I, Vijay Kumar Poddar, s/o Lt. Ramashish Poddar, of 45C, Ustad Enayet Khan Avenue, formerly Karaya Road, P.S- Karaya, Kolkata-17, have misplaced the original Gift Deed no. 16096 of 1991 from the above premises. Anyone who finds the Deed is requested to return it at the above address. A Police Complaint (GD No.809/23) has been lodged at the Karaya police station for the same on 11.10.2023.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ০৫/১০/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫২২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mahammad Salim Ahmad S/o. Ezad Box (old name) at Chawtara, Polba, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md. Selim Ahammad S/o. Sekh Ijad Boksh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mahammad Salim Ahmad S/o. Ezad Box & Md. Selim Ahammad S/o. Sekh Ijad Boksh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of additional District Judge, RD Court, Midnapore
O.S. 11 of 2022
Sourav Mahata ...Plaintiff
-Vs-
Dhananjoy Mahata & Others ...Defendants

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতর্থে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে মৃত গঙ্গা বালা মাহাতর সম্পাদিত ইং ০৯/০৯/২০১৪ তারিখ যুক্ত উইল মূলে Probate পাওনের নিমিত্ত অত্র নং মোকর্দ্দমা প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়াছে। এতদ বিরুদ্ধে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগন উক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া আগামী ধার্য্য ০৪-০১-২০২৪ তারিখে আপত্তি প্রদান করিবেন। নতুবা আইনানুযায়ী কার্য্য হইবে।

তপশীল

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়গপুর লোকাল, মৌজা- শালিকা, জে. এল. নং ৬৮ এল. আর. খতিয়ান নং ৫৭ দাগ নং ৫৮ ধানি ১০ ডেঃ মধ্যে অংশ ৩৭০ - ০,০০, ১১৮ ধানি ০৩ ডেঃ, ১৯১ বাস্তু ০৫ ডেঃ, ১৯৪ বাস্তু ০১ ডেঃ, ১৯৫ পুকুর, ৩১৮ ধানি ১৪ ডেঃ, ৩২৪ ডালি ০১ ডেঃ, ৬০/৪২১ ধানি ০৩ ডেঃ

Drafted by me
Ranjan Kr. Sarkar
Advocate

By order
Seristadar
Sumit Das
Bench Clerk,
Addl. Dist. Judge R-D Court
Paschim Midinipur

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া
অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৪৭ / ২০১৭

১) শ্রী অশোক কুমার দাস।
২) শ্রী অসীম কুমার দাস।
৩) শ্রী আশীষ কুমার দাস।
৪) শ্রী অলোক কুমার দাস।

সকলের পিতা- স্বর্গীয় সুধাংশু শেখর দাস, সাকিম- ঘোষপুর, থানা- পোলবা, জেলা-হুগলী ...দরখাস্তকারি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, বসন্ত কুমার আদক, পিতা- স্বর্গীয় তুষ্টু চরন আদক, সাকিম- গ্রাম ও পোঃ- গঙ্গাধরপুর, থানা- চন্ডীতলা, জেলা- হুগলী অবিবাহিত অবস্থায় গত ইং- ২৬/০৫/১৯৯৫ তারিখে তাহার নিম্নলিখিত তপশীল সম্পত্তির একটি উইল রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার উক্ত উইলটি প্রবেট লইবার জন্য উপরিউল্লিখিত দরখাস্তকারীগণ চুঁচুড়া সদর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৪৭/২০১৭ মোকর্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি তাহার উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমাটি আইন অনুযায়ী এক তরফা বিচার হইবে।

-তপশীল সম্পত্তিঃ-

জেলা-হুগলী, থানা-দাদপুর, জে.এল. নং ১৪, মৌজা- সাটিথান।

ক্রমিক নম্বর, ১) **খতিয়ান নং-** ১৩০৫ আর.এস. ৪৭৮/১ কৃঃ, **দাগ নং-** ৯৯, **জমির পরিমান-** ৩২ শতক শালি জমি।

ক্রমিক নম্বর, ২) **খতিয়ান নং-** ১৩০৫ আর.এস. ৪৭৮/১ কৃঃ, **দাগ নং-** ১০০, **জমির পরিমান-** ৩.২৮ একর শালি জমি মধ্যে ২.০০ একর শালি জমি।

ক্রমিক নম্বর, ৩) **খতিয়ান নং-** ১৩০৫ আর.এস. ৪৭৮/১ কৃঃ, **দাগ নং-** ১০০, **জমির পরিমান-** ৬২ শতক জমি দক্ষিণ প্রান্তে।

অত্র সম্পত্তির বাজার মূল্য আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা (১০,০০,০০০/-)
দরখাস্তকারীর তরফে উকিলবাবু
অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রী চরণ সিং
Sheristader
District Delegate, Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই অক্টোবর মঙ্গল বার, ২৯ শে আশ্বিন । তৃতীয়া তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি ।ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পা

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ।ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে ।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন ,যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন ।বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখ ানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

(আজ শারদীয়া দুর্গাতৃতীয়া তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দ্বিতীয়ায় লোকসভা কেন্দ্রে বস্ত্র বিতরণ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: পুজোর মুখে দুঃস্থদের হাতে নতুন শাড়ি, ধুতি দিলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের আবহে দ্বিতীয়ায় কলকাতায় যখন রাম মন্দিরের আদলে পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করে গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তখন নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে দুঃস্থদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিলেন অভিষেক। একইসঙ্গে, বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা মনে করিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তুললেন, বাংলার মানুষের একশো দিনের কাজের টাকার প্রসঙ্গ।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র অগ্নিপরীক্ষা আগামী বছরেই! সেই জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল। সোমবার সেই তৃণমূলেরই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিল্লির বহিরাগতদের কাছে আমরা মাথা নোয়াব না। ওরা ভোটের সময় আসে বিপদে আপনাদের পাশে থাকে না। ওই বহিরাগতদের আমরা ২০২১ সালে বাংলা থেকে বের করেছিলাম এ বার কেন্দ্র থেকে সরাব।'

পুজোর আগে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করতে এসেছিলেন অভিষেক। শারদোৎসবের শুরুতে নতুন পোশাক পেয়ে খুশি সকলেই। দু'হাত ভরে সাংসদকে আশীর্বাদ করলেন তাঁরা। সকলের হাসিমুখ অন্য মাত্রা এনে দিল ওই মঞ্চে।

ভাটপাড়া জেনারেল হাসপাতালে বেহাল অবস্থা নিয়ে সরব বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেহাল অবস্থা পরিণত শিল্পাঞ্চলের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। অভিযোগ, এই হাসপাতালে ন্যূনতম পরিষেবা মেলে না। হাসপাতালের হাল বদলের দাবিতে সোমবার বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার তরফে হাসপাতাল সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হল। ওই কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, জেলা সম্পাদক পল্লবকান্তি দাস, ভাটপাড়া মণ্ডল-১ ও ২ সভাপতি যথাক্রমে সমীর চক্রবর্তী ও গোপাল সাউ, ভাটপাড়া বিধানসভার কো-কনভেনার প্রদ্যুৎ ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রসঙ্গত, রবিবার ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন জেলা শাসক, মহকুমাশাসক ও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক। তাঁরা হাসপাতালের হাল বদলের আশ্বাসও দিয়েছেন। যদিও বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভগবানের ভরসায় চলছে এই হাসপাতাল। এখানে রোগীদের পরিষেবা একেবারেই অমিল। হাসপাতালের নিজস্ব অ্যাম্বুল্যান্স নেই। চিকিৎসক না থাকায় রোগীদের অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মনোজবাবুর দাবি, মেলা-খেলা নিয়েই ব্যস্ত এই সরকার। বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি সরকারের বিন্দুমাত্র নজর নেই। অপরদিকে যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, 'বিরোধী দল হিসেবে তারাও চান হাসপাতালের উন্নয়ন। কিন্তু ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে খামতির তথ্য জানাতে নারাজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।' উত্তমবাবুর দাবি, 'রেফার হাসপাতালের তকমা ঘোচাতে অবিলম্বে স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

কুমোরটুলি সর্বজনীনের দুর্গা প্রতিমা থিমের সাজে। *ছবি: অদিতি সাহা*

প্রো ভিসির স্ত্রী বিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভিসি আশিস চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ড. তণুকা চট্টোপাধ্যায়। সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার টাটা মেডিক্যাল ক্যানসার হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। এই হাসপাতালেই চিকিৎসা চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ডায়াবেটিস প্রতিকারের উপায় খুঁজতে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: জাঙ্ক ফুড এর ব্যবহার কমিয়ে নিয়মিত শরীর চর্চার মাধ্যমে ডায়াবেটিসের মতো মারণ রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব বলে মনে করেন দেশ-বিদেশের চিকিৎসকরা। হাওড়া টাউন ডায়াবেটিস স্টাডি সোসাইটির উদ্যোগে ডায়াবেটিস প্রতিকারের উপর অষ্টম জাতীয় আলোচনা সভায় এই মত প্রকাশ করেন চিকিৎসকরা। ১৪-১৫ অক্টোবর দু'দিনের এই আলোচনার বিষয় ছিল 'ডায়াবেটিস কেয়ার ফর অল। টুগেদার উই ক্যান।'

স্টাডি সোসাইটির সেক্রেটারি সোশ্যাল অ্যাফেয়ার জয়তী ভট্টাচার্য বলেন, 'চিকিৎসকদের মাধ্যমে ডায়াবেটিসের আধুনিক চিকিৎসা আরও দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য।'

বিশিষ্ট চিকিৎসক সঞ্জয় শাহ বলেন, 'কোভিডের পর দেখা যাচ্ছে যাদের আগে ডায়াবেটিস ছিল না তাদের অনেকেরেই ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে । তাই মানুষকে ডায়াবেটিসের শুরু থেকে সচেতন হতে হবে।'

বিশিষ্ট ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গুরু প্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, 'ভারতে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা সারা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশি। আমরা যত আধুনিক হচ্ছি ততই যন্ত্র-নির্ভর হচ্ছি। ততই শারীরিক নড়াচড়া কমে যাচ্ছে। খাবারের মধ্যে যে ক্যালোরি প্রতিদিন গ্রহণ করি, সেই ক্যালোরির পর্যাপ্ত ব্যাবহার হচ্ছে না। তার ফলেই ডায়াবেটিস বাড়ছে । বর্তমানে দেশে যেখানে প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত সেখানে আরও ১৪ শতাংশ মানুষের ডায়াবেটিস হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাই খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি শারীরিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। নিয়মিত হাঁটা, যোগাসন করার পাশাপাশি জাঙ্ক ফুড বর্জন করতে হবে।'

শহরের অন্যতম ডায়াবেটিস চিকিৎসক ডক্টর মৃদুল বেরা জানান, ডায়াবেটিস হলে ওষুধ তো খেতেই হবে কিন্তু তার পাশাপাশি মনে রাখতে হবে শরীরচর্চা এবং পরিমিত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের উপর জোর দেওয়া দরকার।

অন্য দিকে ডায়াবেটিস বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে এখনো সচেতনতার অভাব রয়েছে বলে মনে করেন আর এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর বি পি পান্ডে। তিনি বলেন, ডায়াবেটিস হলে হার্ট, কিডনি সহ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হতে শুরু করে। তাই প্রাথমিক অবস্থায় যাতে এই রোগ ধরা যায় তাই ২০ বছর বয়স থেকেই রুটিন চেক আপ করা দরকার। দ্রুত চিকিৎসার পাশাপাশি মানুষকেও সচেতন হতে হবে। ডায়াবেটিস প্রতিকারের উপায় নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও হাওড়া পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তী।

মাঝের হাট মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে জোর কদমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জোকা-এসপ্ল্যানেড করিডোর অর্থাৎ পার্পল লাইনে মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে জোর কদমে। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, এই স্টেশনের কংক্রিটের কাজ প্রায় শেষ। বর্তমানে স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মের ছাদের কাজ চলছে এবং ছাদের আচ্ছাদনের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। কনকোর্স থেকে প্ল্যাটফর্ম এলাকা পর্যন্ত এসকেলেটর বসানোর কাজও জোরকদমে চলছে। মেঝেগুলি গ্রানাইট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে এবং সেই কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। সঙ্গে সমান তালে চলছে ম্যুরাল, পেইন্টিং, ওয়াটার ফোয়ারা ইত্যাদি দিয়ে সৌন্দর্যবর্ধনের কাজও। এর পাশাপাশি চলছে, বাইরের দেওয়াল আঁকার কাজও।

এরই পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মাঝেরহাট স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী পরিষেবা প্রদান করা হবে। এই স্টেশনে ৮টি এসক্যালেটর, ৮টি লিফটের ব্যবস্থা থাকবে। এগুলো ছাড়াও এখানে থাকছে ৮টি সিঁড়ি। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মাঝেরহাট স্টেশনে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি থাকবে ৮টি টিকিট কাউন্টার, বসার বেঞ্চ, ফার্স্ট এইড রুম। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার জন্য মহিলাদের জন্য একটি, জেন্টসদের জন্য একটি এবং দিব্যাঙ্গদের জন্য একটি শৌচাগার থাকবে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য বসানো হবে ওয়াটার কুলারও।

ঐতিহ্য ও পরম্পরায় রসপুর রায় বংশের দুর্গাপুজো

অসীম কুমার মিত্র, আমতা

রায় বংশের আদি পুরুষ ছিলেন যশশ্চন্দ্র রায়। রসপুর গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত এবং আমতা থানার আমতা হতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। যশশ্চন্দ্রের আদিনিবাস বা পূর্বপুরুষ কিংবা কোথা থেকে এসে তিনি রসপুরে বসতি স্থাপন করেন তার সঠিক বিবরণ অবগত হওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও প্রামাণিক পুস্তক, দলিলপত্র এবং কিংবদন্তি থেকে জানা যায়, যশশ্চন্দ্র বর্ধমান জেলা থেকে এসে রসপুরে বসবাস করেন। সম্রাট শেরশাহের আমলে কয়েকজন পাঠান রাজ কর্মচারীর সহিত যশশ্চন্দ্র রসপুরে আসেন এবং শেরশাহের আমলেই তিনি রাজকীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ করে সম্ভ্রমসূচক 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৫৪০-৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শেরশাহের সময়েই 'মহামতি' যশশ্চন্দ্রের অভ্যুদয় হয়।

যশশ্চন্দ্র অত্যন্ত প্রতিপত্তি ও বৈভবশালী ছিলেন। রসপুরে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজ বাটীতে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন (১৫৪৫ খ্রী অ)। তাঁর প্রবর্তিত দুর্গাপূজা আজও রসপুরের বাটীতে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। এই দুর্গাপূজা বাংলার অল্প সংখ্যক প্রাচীন দুর্গা প্রতিমা পূজার মধ্যে যে একটি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

রসপুরের দেব বংশ তথা রায় বংশের লোকেরা পূর্বে শৈব অথবা শাক্ত ছিলেন। কারণ যশশ্চন্দ্র তান্ত্রিক মতে দুর্গাপূজা করতেন এবং তাঁর পূজায় পশুবলির ব্যবস্থা ছিল। তাঁর পৌত্র শিবায়ন কাব্যের প্রণেতা রামকৃষ্ণ রায়ও প্রথম জীবনে শিবের অনুরাগী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর থেকে রায় বংশের লোকেরা অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হন। তখন থেকে তাঁদের দুর্গাপুজোয় পশুবলি তো বটেই সর্বপ্রকার প্রতীক বলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুজোয় বলিদানের পরিবর্তে দেবীর হস্তে বিল্বপত্রের মালা অর্পণ করা হয়ে থাকে। এই বংশের এক শাখা আজ পর্যন্ত শাক্ত এবং যশশ্চন্দ্রের প্রবর্তিত ব্যবস্থামতে দুর্গাপুজো করে আসছেন। তাঁরা পূর্বমত বলিপ্রথা এমনকি মহিষ বলিও অক্ষুন্ন রেখেছেন। উক্ত শাখা বংশের নিকট থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া যশশ্চন্দ্র প্রবর্তিত দুর্গাপূজার মূল পুঁথির একটি নকল উদ্ধার করা গিয়েছে। ওই শাখা যে সময় রসপুর ত্যাগ করে চিংড়ায় (হুগলি জেলা) বসবাস করতে যান। সেই সময়ে বাংলা ১১৮২ সালে তাঁরা এই পুঁথি নকল করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

যশশ্চন্দ্র যে দুর্গাপূজার প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন তা খুবই আড়ম্বরে সম্পন্ন হত। যশশ্চন্দ্র বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ মতে দুর্গোৎসব করতেন। তাঁর পূজায় মহিষ প্রভৃতি পশুবলি দেওয়া হত। পরে তাঁর পৌত্র রামকৃষ্ণের সময় থেকে এই বলি বন্ধ হয়ে যায়। যশশ্চন্দ্রের দুর্গাপূজার যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায়, পশুবলি ব্যতীত পূজার অন্যান্য কয়েকটি ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। কবে কেন যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল তা অজ্ঞাত। আরও, সাধারণ প্রচলিত পূজা থেকে এই ব্যবস্থাও কিছু কিছু স্বতন্ত্র। প্রতিমায় লদী সরস্বতীর সংস্থান নিম্নভাগে এবং কার্তিক ও গণেশের সংস্থান উপরিভাগে হওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এছাড়াও দুর্গা প্রতিমার নিকট তিনটি নবপত্রিকা এবং একুশটি ঘট স্থাপন করার বিধি আছে। পূজা প্রবর্তনের আদিতে

অর্থাৎ যশশ্চন্দ্রের সময় ১৬টি ঘট স্থাপন করার বিধি তাঁরই পূজার প্রাচীন পুঁথিতে দেওয়া আছে। তাঁর সময়ে পূজার কল্পাদি কৃষ্ণা নবমী তিথি থেকে আরম্ভ হত। সে কারণ কৃষ্ণা নবমী থেকে শুক্লা নবমী পর্যন্ত ষোলো দিনে ষোলোটি ঘট স্থাপন করা হত। বর্তমানে শুক্লা ষষ্ঠী থেকে কল্পাদি আরম্ভ হয়েছে বটে কিন্তু তথাপি পূর্ব প্রথামতো ষোলোটি ঘট স্থাপিত হয়ে আসছে। এগুলো ছাড়াও একটি দেবীঘট, একটি গণেশ ঘট এবং তিনটি নবপত্রিকার জন্য তিনটি, সব মিলিয়ে মোট একুশটি ঘট স্থাপন করা হচ্ছে।

তিনটি নবপত্রিকা স্থাপন করার বিধি কতদিন থেকে প্রচলিত হয়েছে, তা বলা যায় না এবং আদি পূজার পুঁথিতেও একটি ব্যতীত অতিরিক্ত কোনও নবপত্রিকা স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, পরবর্তীকালে এই বিধি প্রবর্তিত হয়েছে। এই বংশের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি-চিহ্ন আজও পূজার অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। দেববংশের উন্নতির স্বর্ণযুগে তাঁদের বাণিজ্যতরী সমূহ দেশ-বিদেশে যাতায়াত করত। প্রাচীনকালের সেই বাণিজ্যের স্মারক চিহ্ন আজও 'বুহিত তোলা' নামে প্রথা পূজার সহিত সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। নবমী পূজা দিবসে বাঁশের একটি কৃত্রিম নৌকা প্রস্তুত করা হয় এবং মধ্যরাত্রে কূলবধূরা বাদ্য এবং শঙ্খধ্বনি সহকারে এই কৃত্রিম নৌকা পূজা মণ্ডপ থেকে গৃহে নিয়ে যান। এটাই 'বুহিত তোলা' নামে অভিহিত।

শ্রী শ্রী রাধাকান্ত দেবের ন্যায় এই প্রাচীন দুর্গাপূজার বহু কিংবদন্তি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত আছে। রায় বংশের এই পূজা 'সাতঘোরেদের পূজা' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এককালে এই দুর্গাপূজার সেবকেরা সাতটি ঘরে (গোষ্ঠী) বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে পূজার এই নাম প্রচলিত হয়েছে।

জনসমাজের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সাতঘোরেদের প্রতিমা গঠনে বিলম্ব হলে দেবীমূর্তি গঠনকারী সূত্রধরকে তা স্বপ্নে স্মরণ করিয়ে দেন, সন্ধি পূজার বলিদানের সময় প্রতিমার মধ্যে দেবীর আবির্ভাব হতে অনেকেই নাকি প্রত্যক্ষ করেছেন। ১১৭২ সালের প্রবল ঝড়ে বহুলোকের ঘরের চাল উড়ে গেলেও এই দেবীপ্রতিমা নাকি মণ্ডপে অক্ষত অবস্থাতেই ছিল ইত্যাদি। একবার আশ্বিন মাসে পূজার পূর্বে এক প্রবল ঝড়ে মজুত শস্য ও ফলমূলাদি বিনষ্ট হয়ে যায়। পূজাদাতারা চাল ও পূজোপকরণের অভাবে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। দেবী তাঁদের স্বপ্নে অভয় দিয়ে বলেন যে, ঝড়ে পতিত কলা গাছের 'থোড়' দিয়েই যেন তাঁর পূজা দেওয়া হয়। তাঁরা দেবীর এই আদেশ পালন করেছিলেন। প্রতিমা গঠনের জন্য প্রতি বছর নতুন করে কাঠামো তৈরি করতে হয়।

সন্ধি পূজায় একটি আনুষ্ঠানিক নিয়ম প্রচলিত থাকায় এই উৎসব এক ভক্তি সমন্বিত ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। যে সময়ে পঞ্জিকার প্রচলন হয়নি সেই সময়ে সন্ধিপূজার সূদ সময় নিরুপণের নিমিত্ত বঙ্গের অন্যান্য প্রাচীন বিত্তবান সম্ভ্রান্ত বংশের মতো রায় বংশের এই পূজায় বৃত্তিভোগী দৈবাচার্য্য নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁদের গণনার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে না পেরে তাঁরা আর এক উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তমলুকের রাজবাটীতে দুর্গোৎসব হত এবং সেখানে সেইসময়ের রাজগণ বিচক্ষণ জ্যোতিষী ও দৈবাচার্য্য পূজার সূদ সময় নিরুপণের জন্য নিযুক্ত করতেন। সেই রাজবাটী থেকে সন্ধিপূজার সময় তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষণা করা হত। সেই তোপধ্বনি রসপুর পর্যন্ত শোনা যেত কিনা তা সঠিক জানা যায়নি, কিন্তু সেই তোপধ্বনি শুনে নারিট গ্রামের মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীতেও সন্ধিপূজার বলিদান হত। তাঁর বাটীতেও সন্ধিপূজার সময় তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষণা করা হত। তমলুক রাজবাটীর সময়জ্ঞাপন তোপধ্বনি শোনা না গেলেও, নারিটের ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীর তোপধ্বনি শুনে রসপুর রায়বংশের সন্ধিপূজার বলিদানের সময় নির্ণয় করার প্রথা এখনও বজায় আছে। যদিও আধুনিক কালে ঘড়ির প্রচলন হয়ে এই প্রথার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় না, তবুও প্রাচীন স্মৃতি হিসাবে এই প্রথা আজও অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

রাধাকান্ত ঠাকুরের বাটীর সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার জন্য পূর্বেও চণ্ডীমণ্ডপ নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন হিসাব থেকে জানা যায় যে, বাংলা ১১৮৩ সালে চণ্ডীমণ্ডপ সংস্কারের জন্য দুই টাকা খরচ হয়েছিল। সে সময়ে এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে জনসাধারণের আনন্দ বর্ধনের জন্য যাত্রা মহোৎসব প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হত। জানা যায়, যাত্রার অধিকারীকে এই সালেই এক 'শিরোপা' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।

পূজার সেবাইতেরা এই পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন করতেন। পূজা বাড়িতে প্রতি বৎসর ব্রাহ্মণভোজন হত। কোনও আগন্তুককে না খাইয়ে যেতে দেওয়া হত না। এরূপ শোনা যায় যে, কোনও এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাটীতে খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাঁর অসম্মতিতে ভোজ্য দ্রব্য তাঁর উত্তরীয়তে বেঁধে দেওয়া হয়। তাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে ভবিষ্যতে এই বংশের কোনও রূপ শ্রীবৃদ্ধি হবে না।

বর্তমানে রায় বংশের এই দুর্গাপূজায় পূর্বের সেই আড়ম্বর, জাঁকজমক বা জৌলুস কমলেও, আজও রায়বংশের উত্তরসূরিরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষের দেখানো পথই অনুসরণ করে চলেছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ অক্টোবর ২৯ আশ্বিন, ১৪৩০, মঙ্গলবার

দেবীপক্ষ শুরু হতেই কলকাতাজুড়ে উৎসবের আবহ, প্রতিমা দর্শনের হিড়িক

১. রাম মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপ । দ্বিতীয়াতেই উপচে পড়া ভিড়। ২. আহিরীটোলা সর্বজনীতে দুর্গা প্রতিমার সামনে ধুনুচি নাচ। ৩. উল্টোডাঙা বিধান সংঘে প্রতিমা যেন গ্রাম্যবধূটি। চলছে মণ্ডপ সজ্জার কাজ। ছবি: অদিতি সাহা

ওএমআর শিট জালিয়াতিতে সিবিআই-এর হাতে ধৃত পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার আরও এক পার্থ। প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে। এবার ওএমআর শিট জালিয়াতি করার অভিযোগে পার্থ সেন নামে আর একজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই।

সম্প্রতি পার্থ সেনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। এবার ওএমআর শিট নষ্ট করার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বসু রায় কোম্পানির পার্থ সেনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। সোমবার কলকাতায় সিবিআই অফিসে তলব করা হয়েছিল তাঁকে। আর সিবিআই অফিস থেকেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওএমআর শিট জালিয়াতির অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারী অফিসাররা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য ওএমআর শিট তৈরির দায়িত্বে ছিল 'এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি' নামে একটি সংস্থা। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল এই কোম্পানি। এই সংস্থারই অফিসার পার্থ সেন। এদিকে পার্থ সেন এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানিতে প্রোগ্রামিং অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এই পার্থ সেন প্রাথমিকের নিয়োগে ওএমআর শিটে কারচুপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলেই সিবিআই সূত্রে খবর। আজ, সোমবারই ওই

ব্যক্তিকে আলিপুর আদালতে পেশ করেছে সিবিআই। এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির বৈধতা নিয়েও কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরই নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে গতি বাড়ায় ইডি,সিবিআই। রাজ্যজুড়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় তারা। ধৃত পার্থ সেন হাওড়ার বাসিন্দা। অন্য দিকে, সেপ্টেম্বর মাসেই এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। ওই কোম্পানির অফিস, গোডাউন থেকে শুরু করে কর্তা, কর্মীদের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় সিবিআই। ওই কোম্পানির কর্তা কৌশিক মাজিকে নিজাম প্যালেসে তলব করেছিল সিবিআই। তাঁকে ওএমআর শিট নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। সেখান থেকেই এই পার্থ সেনের নাম বেরিয়ে আসে। সোমবার যখন এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল নিজাম প্যালেসে তখন তাঁর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি পায় সিবিআই। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাজ্যে শুরু 'যাত্রী সাথী' অ্যাপ পরিষেবা, যাত্রী- চালকদের লাভ হবে, আশা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিন মাস পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর পর রাজ্যে সোমবার নবান্ন থেকে উদ্বোধন হল সরকারি অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা। রাজ্যে বেসরকারি অ্যাপ ক্যাবের দাপটে যথেষ্টই চাহিদা কমেছিল শহরের হলুদ ট্যাক্সির। যদিও কলকাতার ঐতিহ্যবাহী হলুদ ট্যাক্সির ক্ষেত্রে অধিকাংশ ট্যাক্সি যাত্রীর গন্তব্যে যেতে না চাওয়া, মিটারের চেয়ে বেশি ভাড়া চাওয়ার অভিযোগ বরাবরই ছিল হলুদ ট্যাক্সি চালকদের বিরুদ্ধে। তাই এই সকল যাত্রী সমস্যা দূর করে রাজ্যব্যাপী সরকারি অ্যাপ ক্যাবের পরিষেবা দেওয়া শুরু করল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর।

সোমবার পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী 'যাত্রী সাথী' নামে এই অ্যাপ পরিষেবার চালু করার কথা জানান। কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত হলুদ ট্যাক্সি এবার থেকে এই পরিষেবার আওতায় আনা হবে যেখানে যে কোনও যাত্রী অ্যাপের মাধ্যমে নিজের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য গাড়ি বুক করতে পারবেন এবং একই সঙ্গে সেটি পথ চলতি যেকোনো হলুদ ট্যাক্সির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে । কলকাতা, হাওড়া শহরতলি এলাকার ৫০ হাজারের বেশি ট্যাক্সি এই পরিষেবার আওতায় আনা হয়েছে। এই পরিষেবাতে যাত্রীদের অপেক্ষাকৃত কম ভাড়া ও চালকদের বাড়তি মুনাফা হবে বলেই জানান মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'সারা দেশে এই প্রথম এই ধরনের পরিষেবা চালু হয়েছে। এতে যাত্রীদের পরিষেবা ব্যবহারে কম টাকা দিতে হবে। পাশাপাশি গাড়ির চালকেরাও অধিক রোজগার করতে পারবেন। রাজ্য সরকার এই পরিষেবার মাধ্যমে মুনাফা নেবে না। শুধু অনুষাঙ্গিক খরচটুকুই নেবে। তাই আমি সাধারণ মানুষের প্রতি আবেদন করছি এতদিন যেমন বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা আপনারা ব্যবহার করেছেন। এবার থেকে এই সরকারি পরিষেবাতেও যুক্ত হন। এই পদ্ধতির যে কোনো ত্রুটি, বিচ্যুতির উপরে নজর রাখা হবে। যাত্রীদের থেকে পাওয়া অভিযোগ ও নজরদারির মাধ্যমে খামতির জায়গাগুলো শুধরে নেওয়া হবে। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের অভিযোগ বিভাগেই এই পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ যাত্রীরা জানাতে পারবেন।'

ঝটিকা সফরে পুজোর উদ্বোধন করে দিল্লি ফিরলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি কাউন্সিলরের ডাকে তিনি এলেন। পুজোর উদ্বোধন করলেন। দিল্লি চলে গেলেন। সোমবার বিকেলেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে কলকাতায় এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো থেকে কোনও কিছুতেই দেখা গেল না রাজ্যপালকে। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সংসদীয় রীতি অনুযায়ী দেশের প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও রাজ্যে গেলে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল বিমানবন্দরে স্বাগত জানান, এটাই দস্তুর। কিন্তু এক্ষেত্রে শাহের সফরের আশাপাশে কোথাও রাজ্যপালের উপস্থিতি না থাকায় বিষয়টি ঘিরে তীব্র কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

সোমবার বিকেলেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে কলকাতায় এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শিয়ালদহের কাছে সন্তোষ মিত্র স্কয়ার অর্থাৎ লেবুতলা পার্কের পুজো যা বিজেপি কাউন্সিলার সজল ঘোষের পুজো নামে পরিচিত, সেটার উদ্বোধন

করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে বেশিক্ষণ থাকেননি তিনি। ফিতে কাটার অনতিবিলম্ব পরেই দিল্লির বিমান ধরার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান অমিত শাহ।

লেবুতলা পার্কের এবারের পুজোর থিম রামমন্দির। অযোধ্যার রামমন্দিরের এখনও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি। তবে ভিতপুজো করা হয়েছিল বেশ ধুমধাম করেই। সেই আদলেই এবার প্যান্ডেল করা হয়েছে সজল ঘোষ ও তাঁর বাবা প্রদীপ ঘোষের নাম জড়িয়ে থাকা এই পুজোয়। স্বভাবতই সেই পুজো নিয়ে উত্তেজনা ছিল বিজেপির মধ্যে। সোম-সন্ধ্যায় সেই পুজোয় উদ্বোধন করেন অমিত। তিনি জানান, এদিন রাজনীতি নিয়ে কথা বলবেন না তিনি। তবে দুর্নীতিমুক্ত বাংলা চান, সেকথা সোচ্চারেই জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপির মন্ত্রী।

তিনি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র মা দুর্গার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্যই এদিন বাংলায় এসেছেন তিনি। রামমন্দির উদ্বোধনের আগে, উত্তর কলকাতার এই মণ্ডপ গোটা বিশ্বের কাছে রাম জন্মভূমির বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে, দাবি শাহের।

রাজভবনে রাজ্যপাল-কুণাল 'ব্যক্তিগত' সাক্ষাৎ! জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি মতো কলকাতায় এলেন, পুজো উদ্বোধন করলেন, দিল্লি ফিরেও গেলেন। সেই সময়ে প্রোটোকল অনুযায়ী চোখে পড়ল না রাজ্যপালের উপস্থিতি। বরং দ্বিতীয়ার বিকালে রাজ্য-রাজভবন সংঘাতের আবহ এড়িয়ে রাজ্যপাল সাক্ষাৎ করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সঙ্গে। যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি তাঁর সফরে রাজ্যপালকে 'এড়িয়ে' গেলেন? আর, রাজ্যপাল কি সেই কারণেই শাহের শহরে উপস্থিতির সময় কুণালকে রাজভবনে সময় দিলেন? দুর্গা পুজোর উদ্বোধনে কলকাতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সন্ধেয় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর উদ্বোধন করলেন তিনি। কাকতালীয়ভাবে ঠিক ওই সময়ই তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষের সঙ্গে সেই সময় রাজভবনে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

প্রায় ৩৫ মিনিটের সাক্ষাৎ সেরে বেরিয়ে কুণাল জানিয়েছেন, বিষয়টি

ব্যক্তিগত। অতীতে রাজ্যপাল যখনই রাজ্য সরকারের কাজের পথে 'বাধা' হয়ে দাঁড়িয়েছেন, শাসকদলের মুখ পাত্র হিসেবে তিনি তাঁর সমালোচনা করেছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। কিন্তু সোমবারের সাক্ষাৎ ছিল আলাদা।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সংসদীয় রীতি অনুযায়ী দেশের প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও রাজ্যে গেলে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল বিমানবন্দরে স্বাগত জানান, এটাই দস্তুর। কিন্তু এক্ষেত্রে শাহের সফরের আশাপাশে কোথাও রাজ্যপালের উপস্থিতি না থাকায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বাংলার সাংবিধানিক প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পরই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে জুড়তে চেয়েছিলেন কেরালার বোস। সে সময় বাংলার সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজোর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে কেরলে দুর্গাপুজো করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি কলকাতায় বসবাসকারী মালায়ালাম সমাজের ওনাম উৎসব পালন হয়। সেখানেই বাংলার ধাঁচে কেরলে দুর্গাপুজো করার কথা জানিয়েছিলেন বোস।

'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'য় আত্মোপলব্ধির পথ দেখাচ্ছে গৌরীবেড়িয়া সর্বজনীন

শুভাশিস বিশ্বাস

আমরা হয়তো অনেকেই জানি না 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' সম্পর্কে। তবে এবার তা জানতে হলে পা রাখতেই হবে উত্তর কলকাতার ঐতিহ্য মণ্ডিত পুজো গৌরীবেড়িয়া সর্বজনীনের মণ্ডপে। কারণ, গৌরীবেড়িয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব এবছর তাঁদের ৯০তম বর্ষে থিম হিসেবে তুলে ধরেছে এই 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'-কেই। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, ব্রহ্ম সূত্রে বলা হয়েছে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' এর অর্থ হলো 'শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শেষ করে ব্রাহ্মণের প্রথম জিজ্ঞাসাই হল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। কিন্তু যোগীগণ যাঁরা যোগ সাধনার দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম হয়েছেন, তখন তাঁদের কাছে কোনও 'অথ' বা 'এরপর' কি এরূপ জিজ্ঞাসার থাকে না বা জানারও থাকে না। আর এই 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' হল ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র। সমস্ত উপনিষদের মূল বিষয় হল ব্রহ্ম। আর একটি নয়, বিভিন্ন উপনিষদ রয়েছে। প্রতিটি উপনিষদে বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র বৃহদ আরণ্যক উপনিষদে বলাকি এবং রাজা অজাতশত্রুর মধ্যে প্রায় বারোটি উপাসনা আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে বিভিন্ন উপনিষদে উল্লিখিত ব্রহ্মের সমস্ত রূপের অর্থ শুধুমাত্র একটি ব্রহ্ম। অনেকে এটাকে

বিভ্রান্তিকর মনে করেন। কারণ তাঁদের প্রশ্ন, প্রাণকে ব্রহ্ম মনে করবেন নাকি আকাশকে ব্রহ্ম হিসাবে বিবেচনা করবেন, এইরকম অনেক কিছুই। তাদের সংশয় দূর করতে এবং একটি ব্রহ্মে সমস্ত রূপের মিলন ঘটাতে ব্রহ্মসূত্র শুরু হয়।

আর এই 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'কে সামনে রেখে গৌরীবেড়িয়া সর্বজনীন তাদের ৯০ তম বর্ষে বার্তা দিতে চাইছে, 'আমাদের এই জীবন প্রক্রিয়া, যা ব্রহ্মাকেই আমরা অর্পণ করি। আমাদের মৃত্যু হয়ে যায় একটা সময় কিন্তু আত্মার কোনও মরণ নেই। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্রহ্মার স্মরণাপন্ন হতে।' এমনই এক ভাবনা থেকে তৈরি হচ্ছে এবছরের পুজো মণ্ডপ। তবে এই 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' থিমের মধ্য দিয়ে কোথাও যেন এক বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে মেল বন্ধন ঘটিয়েছে এই দুর্গাপুজোর। যেখানে বৈষ্ণব ধর্মর বলা হয়েছে, আমরা এমন একটি কার্যকারণ জগতে বাস করি যেখানে একটি জিনিস অন্যটির কারণ। এবার যদি আমরা পিছনে ফিরে যাই এবং শুরুতে ফিরে গিয়ে সেই প্রথম কারণটিতে আসি, তাহলে তাকে আমরা দেখবো সর্বদা বিদ্যমান হিসেবেই। এরই পাশাপাশি বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়, 'কৃষ্ণ হলেন আদি ব্যক্তি যার কোন কারণ নেই। কৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামে পরিচিত, তিনি হলেন পরম নিয়ন্ত্রক। তাঁর একটি চিরন্তন, আনন্দময়, আধ্যাত্মিক দেহ রয়েছে। তিনিই সকলের উৎপত্তি। তাঁর অন্য কোনো উৎস নেই, কারণ তিনিই সকল কারণের প্রধান কারণ।' এমনই বলা হয়েছে ব্রহ্ম সংহিতায়। আবার 'অহম ব্রহ্মাস্মি' মানে আমিও ব্রহ্ম। তার মানে, কী আমি কৃষ্ণ? আমি কৃষ্ণের অংশ কিন্তু আমি কৃষ্ণের সমগ্র নই। কৃষ্ণ হলেন যিনি তিনি এবং আমিও তাঁর অংশ, যেমন এক ফোঁটা জল সমুদ্রের অংশ কিন্তু মহাসাগর নয়।' গৌরীবেড়িয়ার এই অসাধারণ থিমের মূল উদ্যোক্তা তুহিন ঘোষ। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমার রূপদান করছেন নবকুমার পাল। আলোকসজ্জাও রাখা হচ্ছে থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। পুজো প্যান্ডেলে টিনের আধিক্য এবার নজর কাড়বে বলেই জানান থিম শিল্পী তুহিনবাবু। এদিকে এবারের পুজোর বাজেট বেঁধে রাখা হয়েছে ১৮ লাখে বলে জানান পুজো উদ্যোক্তারা।

তবে এখানে একটা কথা না বললেই নয়, উত্তর কলকাতায় একদা ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজো বলতে যে নামগুলো সামনে আসতো তাতে অবশ্যই থাকতো এই গৌরীবেড়িয়ার নাম। ১৯৩৪ সালে শুরু হয় এই বারোয়ারি পুজো। বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন সময়ে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। ১৯৪৫ ও '৪৭ সালে কলকাতার স্বনামধন্য প্রাক্তন মেয়র সুধীররঞ্জন রায়চৌধুরী ছিলেন এই পুজোর সভাপতি। গৌরীবেড়িয়া এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন তিনি। এদিকে গৌরীবেড়িয়া দর্শনার্থীদের কাছে প্রথম পছন্দের ছিল তার সাবেকি স্টাইলে বানানো বিশালাকার প্রতিমার জন্য। যেখানে প্রতিমায় ফুটে উঠতো মায়ের অসুরসংহারী রূপ। তবে সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে সাবেকি পুজো ছেড়ে থিমের পথে হাঁটেন পুজো উদ্যোক্তারা। এদিকে গৌরীবেড়িয়ার পুজোতে বসতো একটি মেলাও।তবে গৌরীবেড়িয়া সিআইটিপার্কে নয়া রূপ দেওয়ার পর মেলা বসানো বেশ কঠিন হয় পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সাবেকি ছেড়ে থিমের পথে হাঁটলেও তাতে ভাটা পড়েনি জৌলুসে। সমান জনপ্রিয়তা লাভ করে গৌরীবেড়িয়ার থিমের পুজোও। আর এখন সেই মেলা না থাকলেও এখনও পুজোর চারটে দিন হকারদের ভিড়ে বেশ জমজমাট থাকে এই এলাকা। আর এই পুজোকে ঘিরেই যেন নতুন প্রাণ পায় গৌরীবেড়িয়া।

প্রয়োজনে পুলিশ লাঠিচার্জ করুক অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধাননগর সেক্টর ফাইভ এলাকার শান্তিনগরে একটি ভবনকে ঘিরে দীর্ঘ দিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে। বিষয়টি গড়ায় হাইকোর্টে। মামলাকারীর অভিযোগ, ওই অবৈধ নির্মাণের কথা পুরসভায় জানানো হলেও কর্ণপাত করেনি। ওই অবৈধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে অশান্তি চরমে উঠল। পুরসভার লোক এলাকায় পৌঁছতেই তাঁদের ঘিরে ধরেন স্থানীয়রা। সকলের মুখে এক কথা, 'ভাঙতে দেব না...'! সেই খবর জানতে পেরেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বলেন, 'প্রয়োজনে পুলিশ লাঠিচার্জ করুক, কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে জমায়েত সরাক।'

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে এই মামলার শুনানি শুরু হয়। পুরসভার পক্ষে আদালতে জানানো হয়, ওই নির্মাণকারীকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। এমনকী আদালতেও তাঁকে তলব করেন বিচারপতি। সোমবার হাইকোর্টে ওই নির্মাণকারী উপস্থিত না হওয়ায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় দুপুরের মধ্যেই বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের নির্দেশের পরই পুরসভার লোকজন ওই নির্মাণ ভাঙতে যান। তাঁরা পৌঁছতেই অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা। স্থানীয়র জড়ো হন। বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। আদালতে পুরসভার আইনজীবী বিষয়টি জানান। যা শুনে রেগে যান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'অবৈধ জমায়েত সরাতে প্রয়োজনে পুলিশ লাঠিচার্জ করুক। টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাক।' শুধু তাই নয়, বিধাননগর পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে এজলাসে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

‘ভার্চুয়াল’ মাধ্যমে যার উদ্বোধন হল, তা আসলে শারদোৎসব

দেবীপক্ষের সূচনা হওয়ার আগেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধন? গত বছর অনেকেই চোখ কপালে তুলেছিলেন। এ বছর নিশ্চয়ই সয়ে গিয়েছে। ধর্মের ধ্বজাধারীরা বিরক্ত হতেই পারেন। ইদানীং দুর্গাপুজো নিয়ে তাঁদের আপত্তি এমনিতেই অনেক; বাঙালি পুজোর সময় নিরামিষ খায় না, যথেষ্ট পরিমাণে ব্রাহ্মণ্যবাদী আচার পালন করে না; তার সঙ্গে হয়তো আরও একটি অভিযোগ জুড়বে। দেবীপক্ষের সূচনা হওয়ার আগেই ধর্মমতে পুজোর উদ্বোধন করা চলে কি না, তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে উত্তেজিত তর্কও হবে। তর্কটি যদিও অবান্তর। ষষ্ঠীর দিন বোধনের মাধ্যমে দেবীমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, অন্য কোনও আচারে পুজোর সূচনা হয় না। মুখ্যমন্ত্রী ‘ভার্চুয়াল’ মাধ্যমে যার উদ্বোধন করলেন, তা আসলে উৎসব। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বৃহত্তম গণ-উৎসব। সেই উৎসবে ধর্ম আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রকৃত বাঙালিমাত্রেই সাক্ষী দেবেন যে, তার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সারা বছর ধরে আনন্দের অপেক্ষার অবসান। বহু মানুষ সকাল থেকে উপোস করে মহাষ্টমীর অঞ্জলি দেন, কিন্তু সেই আচারেরও সিংহভাগ জুড়ে কি নেই এক দিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত অভ্যাস আর অন্য দিকে অনভ্যস্ত শাড়ি বা ধুতি-পাঞ্জাবি পরার আনন্দ? বাঙালির দুর্গাপুজো এই রকমই; তাতে নিষ্ঠা আছে, প্রথা আছে, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি নেই। অতএব, সেই উৎসবের উদ্বোধন ঠিক কোন তিথিতে হল, তা নিয়ে বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। কেউ আগেভাগে ঠাকুর দেখবেন বলে অর্ধপ্রস্তুত মণ্ডপে পৌঁছে হতাশ হবেন, কেউ বিরক্ত হবেন পুজোর এত আগে থাকতেই রাস্তায় ‘আগত দর্শনার্থী’র ভিড়ে। কিন্তু এ সবই; যাকে বলে খেলার অঙ্গমাত্র। প্রশ্ন অন্যত্র। বাঙালি এমনিতেই ছুটিপ্রবণ, গত এক দশকে সেই প্রবণতা আরও মাথাচাড়া দিয়েছে। লক্ষ্মীপুজো শেষ হয়ে যায়, বাঙালির পুজোর ছুটি ফুরোতেই চায় না। এত দিন জানা ছিল, খাতায়কলমে যা-ই লেখা থাক, তৃতীয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো অবধি পুজোর ছুটি চলবেই। মুখ্যমন্ত্রী তাতে কার্যত আরও দিনপাঁচেক যোগ করে দিলেন। পুজোর উদ্বোধন হয়ে গেছে, ‘ভাল্লাগে না পুজোর সময় পাঠশালার এই পাঠ’ বলে যদি স্কুল-কলেজ অফিস ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়, বা ঝাঁপটুকু খোলা রেখে সকলে মন ভাসিয়ে দেন শরতের রোদে? অনুমান এই সম্ভাবনার কথা মুখ্যমন্ত্রীও বিলক্ষণ জানেন। এবং, তাতে তাঁর বিশেষ আপত্তিও নেই। যে কোনও অর্থশাস্ত্রী জানেন যে, শেষ অবধি যে কোনও কাজের বিচার হবে ‘ইউটিলিটি’ দিয়ে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে, উপভোগ। কাজটি শেষ অবধি কতখানি ইউটিলিটি দিল, তা-ই বিবেচ্য; এবং, সর্বোচ্চ ইউটিলিটির সাধনাই মানবধর্ম। মহালয়ার দু’দিন আগে থাকতেই পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেলে তার যে উপভোগের মাত্রা, অন্য কাজ থেকে ততখানি ইউটিলিটি অর্জন করা দুষ্কর; পুজোপন্থী অর্থশাস্ত্রী যদি এই কূটযুক্তি পেশ করেন? বলা বাহুল্য যে, এর যথেষ্ট মজবুত পাল্টা যুক্তি আছে। কিন্তু, যে রাজ্য সর্বদাই সমস্যায় জর্জরিত, যেখানে পুজোর বাজার আছে, চাকরির বাজার নেই, সিন্ডিকেট আছে, শিল্প নেই, দিদিকে বলো আছে, ব্যবসা নেই; সেখানে যদি নির্দিষ্ট সময়ের দিনকয়েক আগেই পুজোর আনন্দধারা বইতে আরম্ভ করে, তখন কে-ই বা সেই পাল্টা যুক্তিতে কান দেবেন?

শাশ্বত কথা

ঈশ্বর দর্শন

আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তরাই হবে। হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছুই চায় না, তারই হবে। কি জান, যতক্ষণ ভোগ বাসনা থাকে ততক্ষণ ঈশ্বরকে জানতে বা দর্শন করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ ভুলোও খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না তখন বলে মা যাব। আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই-তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে করে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

মিলখা সিং

১৯৩৫ *বিশিষ্ট দৌড়বীর মিলখা সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী স্মিতা পাতিলের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অনিল কুম্বলের জন্মদিন।*

শারদ সাহিত্য বনাম সাহিত্যে শারদ

স্বপনকুমার মণ্ডল

পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই শারদ সাহিত্যের আগমন। কিন্তু ঠিক কোন সময় থেকে এবং কোন পত্রিকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রথম শারদ সংখ্যার সূচনা হয়েছিল, তা বলা কঠিন। প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্যসমালোচক অরুণ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন বই-পত্রের তথ্যাদির সাহায্যে তাঁর ‘বাংলার শারদ সাহিত্য’ (শারদীয় কথাসাহিত্য ১৪১৫) প্রবন্ধে শারদ সাহিত্যের সূচনার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তাতে দেখা যায়, বাংলায় কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘সুলত-সমাচার’-এর ১২৮০-এর ১০ আশ্বিনে ‘ছুটির সুলভ’ নামে বিশেষ সংখ্যা থেকে শারদ সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। এভাবে মনোমোহন বসু সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘মধ্যস্থ’ পত্রিকার ১২৮০-এর ২ কার্তিক সংখ্যায় দুর্গাবন্দনা, দুর্গোৎসবের বর্ণনা ও উৎসবের রূপ এবং অব্যবহিত পরের সপ্তাহে ‘দুর্গোৎসব’ নামে একটি কবিতা প্রকাশের কথা জানা যায়। কিন্তু এভাবে অনুমিত কথায় তথ্যের মধ্যে প্রচলিত শারদ সাহিত্যের পরিচয় মেলে না। কেননা প্রথমত তখনও অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারদ সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, শারদ সাহিত্যের সঙ্গে দেবী দুর্গার সাময়িক যোগ ছাড়া আক্ষরিক যোগ কতটা রয়েছে সেবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। তাছাড়া ছুটির অবসরের নিমিত্ত সাহিত্যকে তো আর শারদ সাহিত্যের সোপানে তুলে ধরা সমীচীন নয়। মোট কথা শারদ সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। ১৩১৭-এর ভাদ্র সংখ্যাতে ‘যমুনা’ পত্রিকার বিজ্ঞাপনে সরাসরি শারদীয় সংখ্যার কথা জানানো হয়েছে ‘আগামী আশ্বিন মাস হইতে জাহ্নবীর ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ধীরেন্দ্রবাবুর সহিত একযোগে যমুনা সম্পাদন করিবেন। বঙ্গের যাবতীয় প্রথিতনামা লেখক ও লেখিকাগণের প্রবন্ধ-গৌরবে যমুনার অপূর্ব সৌন্দর্যবৃদ্ধি হইবে। শারদীয় সংখ্যা যমুনার জন্য আমরা কিরূপ সুন্দর ও সর্বজনপ্রীতিকর প্রবন্ধরাজির আয়োজন করিয়াছি.... আশ্বিন সংখ্যা প্রাপ্ত মাত্রেই তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।’ ফলে সহজেই অনুমেয় উক্ত সংখ্যায় শারণীয় সাহিত্যের আমদানি হয়েছিল। সেইসঙ্গে এও লক্ষণীয়, শারদ সাহিত্যে পূর্বের প্রবন্ধের প্রাধান্য আজ আর নেই। যাইহোক, ‘যমুনা’র পরে সেভাবে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার ১৩২০-এর কার্তিক মাসের আকারে বড়’ সংখ্যাটি ‘পূজা সংখ্যার কাছাকাছি’কে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এভাবে মাসিক ‘বঙ্গবাণী’র ১৩২৯-এর আশ্বিন সংখ্যা, কিংবা ‘ভারতী’র ১৩৩৩-এর আশ্বিন সংখা মাসিক ‘বসুমতী’র ১৯২৫-এর বার্ষিক সংখ্যায় (প্রচ্ছদে ‘শারদীয়া’ শব্দটি থাকত) শারদ সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পাক্ষিক পত্রিকা ‘ধূমকেতু’র শারদ সংখ্যা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কেননা এই পত্রিকার প্রথম বছরের শারদ সংখ্যাতেই বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহের আগুন ঝরে পড়ায় তাঁর কারাবাস সুনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। ১৯২২-এর ২৬ সেপ্টেম্বরে পূজা সংখ্যায় হৃদয়াগ্নি জ্বালানো কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ প্রকাশিত হয় ‘আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল? / স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাড়াল।/ দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,/ ভূ-ভারত আজ কসাইখানা....আসবি কখন সর্বনাশী?’ এরূপ অগ্নিস্রাবী কবিতার জন্য নজরুলের ভাগ্যে গ্রেফতারি জারি হওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। হলও তাই। পুলিশ কুমিল্লা থেকে নজরুলরে ১৯২২-এর ২৩ নভেম্বর গ্রেফতার করে। শুধু তাই নয়, এজন্য ‘ধূমকেতু’ও ধূমকেতু’র মতো হারিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৯২৫-এ সম্পাদিত ‘পার্বণী’র মধ্যে শারদ সংখ্যার ছাপ স্পষ্ট। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নিবেদনে জানানো হয় ‘বাংলাদেশে এই ধরনের কোনও বই নাই, ইহার অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যেই ‘পার্বণী’ নাম দিয়া সর্বপ্রথম এই নতুন ধরনের একখানি বই প্রকাশিত হইল।’

আবার ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র সূচনা বছর (১৯২২) থেকেই শারদ সাহিত্যের প্রয়াস লক্ষণীয়। ১৩৩৩-এ (১৯২৬) এই পত্রিকার স্বতন্ত্র শারদ সংখ্যার কথা জানা যায়। যাইহোক, তবে শারদ সাহিত্য সাড়া ফেলেছিল গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মাঝামাঝিতে। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাময়িক পত্রিকা ‘দেশ’-এ শারদ সংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে বেরিয়েছিল ১৯৪৩ সাল থেকে। ওই বছর পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার জনজীবন সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য ওই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ‘পূজার আয়োজন’-এ জানানো হয়েছে সমগ্র বাঙলা দেশের আজ সর্বনাশ হইতে বসিয়াছে। ক্ষুধার অন্ন দিয়া বাংলার গ্রাম অঞ্চলগুলি যদি এখনও রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না হয়, তবে বাঙলা দেশ যে শ্মশানে পরিণত হইবে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই ভাবিতেছি, বাঙালী আজ কাহার পূজা করিবে ?... অকাল বোধনের কথা মুখেই শুনিয়াছি, আজ বাঙলা দেশে সত্যই অকাল বোধনের সময় আসিয়াছে।...’ অথচ সেই ‘অকাল বোধনের সময়’-এও বাংলার পাঠকমহলে শারদ সাহিত্যের আমদানি হয়েছিল। আসলে ভাববিলাসী বাঙালির মনে যে আমুদে রসিক প্রকৃতি রয়েছে, তার জোরেই বাঙালিরা প্রতিবছর বানভাসি জীবনেও শারদীয়া দুর্গাপুজোয় মেতে উঠতে পারে। সেজন্য শারদ সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। তবে এই শারদ সাহিত্যের বৈচিত্রা বাড়েনি, বরং একই আছে। গড়পড়তা সেই কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখকের মৃত্যুর পরে অপ্রকাশিত রচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক প্রায় সবই তাতে মজুত থাকে। এমনকি পত্রিকাগুলোর শারদ সংখ্যায় চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যও বিশেষ থাকে না। তবে লিটল ম্যাগাজিনগুলো অনেক সময় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সকলেরই লক্ষ্য থাকে বরণীয় লেখকের স্মরণীয় সম্ভারকে উপস্থিত করা। সেজন্য পুজো সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করায় সকল সম্পাদকই তৎপর হয়ে থাকেন। যার ফলে বছরের অন্যান্য সংখ্যার চেয়ে শারদ সংখ্যাগুলো অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়। লেখকরাও তাঁদের সেরা লেখাটিকে পুজো সংখ্যার জন্য তুলে রাখে। মোটকথা পত্রপত্রিকায় শারদ সংখ্যা প্রকাশের একপ্রকার ধুম পড়ে যায়।

বাণিজ্যিকভাবে শারদ সংখ্যা প্রকাশে লেখক ও প্রকাশকের উভয়েরই লাভ। লেখকের যেমন নগদ লক্ষ্মী প্রাপ্তির সুযোগ ঘটে, তেমনই তাঁর লেখার মূল্যায়নেরও সুযোগ বাড়ে। অন্যদিকে প্রকাশকের আর্থিক আয় আরও বাড়ে। কিন্তু শারদ সাহিত্যের বিপুল আয়োজনে সাহিত্যের গুণগত উৎকর্ষ কতটা হয়, সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ থেকেই যায়। প্রথম দিকের শারদ সাহিত্যের গুণগত মান অনেকটাই উঁচুতে ছিল। বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ‘দেশ’-এ (১৭ নভেম্বর ১৯৫১) তাঁর ‘শারদীয় সংখ্যার ছোটগল্প’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন গত পনেরো বৎসরের শারদীয় সংখ্যাগুলির যদি একটা হিসাব নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, লেখকদের অধিকাংশ প্রতিনিধিত্বমূলক ছোটগল্প---যেসব গল্পের জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছে — এই বিশেষ সংখ্যাগুলিতেই বেরিয়েছে।’ ‘দেশ’ পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক সাগরময় ঘোষও তাই মনে করতেন। কিন্তু আগের তুলনায় এখনকার শারদ সাহিত্যের সম্ভার অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেই ধারা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে। এজন্য একালের স্বনামখ্যাত কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত তাঁর ১৩৯৫-এ লেখা ‘পুজো সংখ্যা’ প্রবন্ধে (‘সঙ্গ ও প্রসঙ্গ’) নিজেকে ‘পুজো সংখ্যার পক্ষে’ বলা সত্যেও একালের পত্র-পত্রিকার শারদ সাহিত্য সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসসর্বস্ব শারদ সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন সাধারণো প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর কথায় ‘দুটি বা তিনটি অনতিখ্যাত, ছোট মাঝারি পত্রিকা বাদ দিলে, বিশেষত বড়ো পুঁজির সাত-আটটি পত্রিকার পুজো সংখ্যা ঘাঁটলে যে অস্বস্তিকর ব্যাপারটি প্রথমেই চোখে পড়ে তা হলো এঁদের উপন্যাস বা উপন্যাসধর্মী কাহিনী প্রকাশের দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক। এবার এরই মধ্যে যেসব পুজো সংখ্যা হাতে এসেছে, সেগুলির পাতা উল্টে এবং গুণে বিভিন্নতা এইরকম উপন্যাস ও বড়ো গল্প ৭২%, গল্প ১০%, ভ্রমণ, স্মৃতিকথা, রম্যরচনা ১০%, পাঁচমিশেলি প্রবন্ধ ৬% এবং কবিতা ২%। এর মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর রচনাকে একই শ্রেণীতে, একই ধরণের পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে প্রকাশিত হয়েছে ধরে নিলে শতাংশের সম্মিলিত হিসেব দাঁড়ায় ৯২%।’ এজন্য দিব্যেন্দু পালিত মতে, ‘পুজো সংখ্যা’গুলি তাই ‘উপন্যাস সংখ্যা’য় পরিণত হয়েছে। তিনি নিজে কথাসাহিত্যিক হয়েও এই প্রবণতাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। কেননা তাতে তাঁর মতে ‘...এই প্রবণতা বাঙালির মননশীলতার প্রতি একধরনের অবজ্ঞাই সুচিত করে। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাব দেখে ধরে নিতে হয়, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, চলচ্চিত্র, নাটক এবং এমনকি সাহিত্য বিষয়ক রচনা পাঠে বাঙালির আগ্রহ আন্তর্হিত হয়েছে।’ এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়, প্রথম দিকের শারদ সাহিত্যে প্রবন্ধাদির প্রাধান্য ছিল। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য, দিব্যেন্দু পালিতের অনেক পূর্বেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর ‘সনাতন পাঠকের চিন্তা’য় পত্রপত্রিকার শারদ সংখ্যায় উপন্যাসাদির আধিক্য সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

অন্যদিকে উপন্যাসও প্রকাশিত হত, কিন্তু তার সংখ্যা এখনকার মতো একাধিক ছিল না। কিন্তু একাধিক উপন্যাস প্রকাশের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১৯৬০-এর পরে। আর তার যাত্রা শুরু হয়েছিল সিনেমা পত্রিকা ‘উল্টোরথ’-এর মাধ্যমে। তারপর তা ছোঁয়াছে রোগের মতো সাফল্য অর্জন করেছে। বাণিজ্য পত্রিকা মানেই যেন উপন্যাস প্রকাশের স্থূল পত্রিকা। কেননা সাহিত্যিক শঙ্করের ভাষায়, ‘একজন লেখকের ওপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়, সেই চিন্তা থেকে পলিসির পরিবর্তন এল।’ শুধু তাই নয়, এখনকার শারদ সাহিত্যের ভুরিভোজে একজন ঔপন্যাসিককে একাধিক পত্রিকাতেই নয়, একাধিক নামেও উপন্যাসের রসদ যোগাতে হয়। তার উপর গুণমান বজায় রাখার দায় থেকে অনেক ক্ষেত্রে পত্রিকার পুরোনো লেখা দিয়ে নৈবেদ্য সাজাতে হয়। যে কারণে ‘কথাসাহিত্য’, ‘কলেজ স্ট্রীট’, ‘এক্ষণ’-এর মতো উল্লেখযোগ্য পত্রিকার শারদ সংখ্যাকে সাজাতে হয়েছে পুনর্মুদ্রণ দিয়ে। তাছাড়া শিশু-কিশোরদের শারদ সাহিত্যের কথা না তোলাই শ্রেয়। বড়দের অজস্র শারদ সংখ্যার পাশে তাদের জন্য হাতেগোনা কয়েকটি পত্রিকার আধিপত্য (তাও আবার অনেকক্ষেত্রে পুরনো লেখা দিয়ে সাজানো) বড়ই বেদনাদায়ক। সেইসঙ্গে একই লেখককে অসংখ্য পত্রিকায় লিখতে হয়। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে বৈচিত্র এলেও ভাবের নিষ্ঠায় অভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। এজন্য সুবিপুল শারদ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে, নাকি গুণগত মানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, এ বিষয়ে আপনাতেই বিতর্কের অবকাশ তৈরি হয়ে যায়।

অনেকের ধারণা শারদ সাহিত্য শারদীয় দুর্গোৎসবের মতো অনেকের অকালে হাজির হয়েও জনসমাদর লাভ করেছে। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। সংস্কৃতে ‘শরৎ’ শব্দে দুটি অর্থ বোঝানো হত। একটি ঋতুবিশেষ এবং অন্যটি বছর। আর্যরা শীত ঋতুর পাশাপাশি শরৎ ঋতুর শুরু থেকে আর এক বছর হিসাব করতেন। সেদিক থেকে শরতে নববর্ষ শুরু হয়। বিশিষ্ট মনীষী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি দুর্গাপুজোর সময়কে অকাল না বলে নববর্ষ বলে অভিহিত করেছেন (‘দুর্গাপূজার তাৎপর্য’, শনিবারের চিঠি’, পৌষ ১৩৬২)। সেদিক থেকে শারদ সাহিত্যও নববর্ষের ফসল। আবার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শারদ) শব্দের একটি অর্থ অভিনব বলে জানিয়েছেন। ফলে শারদ সাহিত্য অভিনব সাহিত্যও বটে। কিন্তু শারদ সাহিত্যের অভিনবত্ব কতখানি সে বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অসংখ্য রচনার ভিড়ে সৃষ্টি কতটা অভিনবত্ব লাভ করে, তা মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র খাতা ভরানোর জন্য লেখার কোনো সার্থকতা নেই। তাই পাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে শারদ সংখ্যাকে যুৎসই মেদবহুল আকৃতি দিয়ে অভিনব সাহিত্যের আমদানি সম্ভব নয়। সেজন্য চাই আত্মবিশ্লেষণ তথা আত্মসমীক্ষা। তা নাহলে দেবী দুর্গার প্রচ্ছদ নিয়ে শারদ সংখ্যা বের হলেও তাতে শারদ সাহিত্য সৃষ্টি হবে না।

যে শারদ সাহিত্য বাঙালির অভ্যাসে ছিল, এখন তা ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে। তার ফলে তার নানারকম বিকার এসে দেখা দিয়েছে। দেবীর অকালবোধন না বুঝতে পারলেও শারদ সাহিত্যের অকালে আবির্ভাব সহজেই চোখে পড়ে। মায়ের বোধনের অনেক আগেই শারদ সাহিত্যের বোধন হয়। বাণিজ্যিক পত্রিকায় ‘মা আসছে বলে’-ই তার সঙ্গে শারদ সংখ্যার আগমন বার্তা বিঘোষিত হয় এবং মা’র আসার আগেই সন্তান তার পসরা সাজিয়ে বসে। ব্যবসায়িক ছাপ তার সর্বত্র। ফলে সেক্ষেত্রে লেখার চেয়ে লেখকের দর বেশি, পণ্যের চেয়ে বিপণনে বেশি মন। কে আগে বাজার দখল করবে এই যার লক্ষ্য হয়ে ওঠে, সেখানে শারদ সাহিত্যের অভিনব আস্বাদ প্রত্যাশিত নয়। আর লিটল ম্যাগাজিনও সেই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমে কুলিয়ে উঠতে পারে না। অথচ বাণিজ্যিক পত্রিকার আদলে শারদ সংখ্যা প্রকাশ করা চাই। ফলে শারদ সংখ্যায় কতটা শারদ সাহিত্য উঠে আসে সে বিষয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। আগে পুজো সংখ্যায় নতুনদের একটা জায়গা থাকত। এখন ছোট-বড় প্রায় সব বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় আমন্ত্রিত বরণীয় লেখকদের স্মরণীয় লেখা’র সমাহার। অথচ বাণিজ্যসফল ‘আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৩৮-এর ২০ আগস্টে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছিল, ‘যাঁহারা এই সংখ্যায় (পূজা) লিখিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক নিম্ন ঠিকানায় তাহাদের রচনা পাঠাইবেন।’ এখন তা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। তার পরেও অনেক সময় শারদ সংখ্যায় নতুন লেখক উঠে আসে ঠিকই, কিন্তু নতুন ধরনের সাহিত্য সচরাচর লক্ষ করা যায় না। অথচ তাই হতে পারতো আমাদের সেরা শারদ সাহিত্য উপহার। বাংলা সাহিত্যে যথার্থভাবে যিনি প্রথম শারদ সাহিত্যের আস্বাদ দিয়েছিলেন, তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দুর্গাই শারদ সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানবী মূর্তি। অথচ বিভূতিভূষণের সেই শারদ সাহিত্য কোনো শারদ সংখ্যায় বেরোয়নি, বেরিয়েছিল বই আকারে মহালয়ার দিন ১৩৩৬-এর ১৬ আশ্বিন (১৯২৯-এর ২ অক্টোবর)। সেকথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

ঋণ: মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ড. স্বপনকুমার মণ্ডল, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

হামাসের হামলা

সুবল সরদার

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা আর কতদিন চলবে? রণক্লান্ত পৃথিবী কবে শান্ত হবে? করোনা,যুদ্ধ, অতিপ্রাকৃতিক তান্ডবলীলাতে আজ আমরা ভীত,মুমূর্ষ। বাঁচার এই শর্তগুলো যদি না থাকতো পৃথিবী কত সুন্দর হতো! পূর্ণিমার আলোতে, ফুলের হাসিতে রামধনু রঙা হয়ে উঠতো খুশিতে এই পৃথিবী! কবিতার দেশ হয়ে উঠতো।

মরু নদীর উপত্যকায় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠেছে। সারা বিশ্বে পড়েছে তার ছায়া। মরু উপত্যকা এখন মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। ভয়ে, সন্ত্রস্ত আমরা। ফিলিস্তিনির মুক্তি বাহিনী হামাস হঠাৎ আক্রমণ হানে ইজরাইলের উপরে। হামাসকে ফান্ডিং করছে ইরান সহ মুসলিম দেশগুলো। অস্ত্র-সস্ত্র, গোলা-গুলি দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে এই যুদ্ধে। ইজরায়েলও তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় তাদের অত্যাধুনিক, মারণ ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে। এই যুদ্ধের পটভূমি গাজা ভূখণ্ডের দখল নিয়ে। এই ভূখণ্ডের একদিকে মরু নদী আর অন্য দিকে ভূমধ্যসাগর। ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল নামক ওই রাষ্ট্রের জন্ম থেকে আরব দুনিয়া চোখ রাঙাতে শুরু করে। তারা চায় না এতোগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে একটা আব্রাহামিক রাষ্ট্রের জন্ম হোক। ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ খোমেনী ইসলাম দুনিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন- ‘Boycott anything and everything that originates with the Jewish of people’. তাই তারা ঠিক করেছিল ‘নো পিস,নো রিকগনিশন,নো নিগোশিয়েশন’। ডেসট্রয় দ্য স্টেট অফ ইজরায়েল। আরব দেশগুলো ১৯৬৯ সালে Three Nos - উপর ভিত্তি করে এইভাবে রেজোলিউশন পাশ করেছিল। তার জবাবে ইজরায়েল বলেছিল ‘If we were to lay down our arms today–there will no Israel tomorrow.’

মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল নাশের সহ চার পাঁচটা আবর দেশ মিলে আক্রমণ শানায়। মিশর সহ তাদের সহযোগী দেশগুলোর শোচনীয় পরাজয় হয়। সেই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ছয় দিন। দুই অক্টোবর ১৯৭৩ সালে আরব দেশগুলো এক জোটে আক্রমণ করে ইজরায়েলের উপর ইহুদীদের এক পবিত্র দিনে ‘ইয়ম কিপ্পুর’। স্থায়ী ছিল মাত্র দুতিন দিন যা ইতিহাসে ‘ইয়ম কিপ্পুরে’র যুদ্ধ নামে পরিচিত।

৩৩০০ বছরের এক প্রাচীনতম জনজাতি ইহুদী। ৩৩০০ বছর পর তারা ফিরে আসে জেরুজালেমে এবং তাদের মাতৃভূমির দখল নেয়। From land of Israel to the state of Israel.এর থেকে দুঃখের আর অভিশপ্ত জনজাতি কে হতে পারে!

এক অভিশপ্ত ইহুদী জাতি। জার্মানির চ্যান্সেলর হিটলারের গ্যাস চেম্বারে কয়েক লক্ষ ইহুদীকে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়ে ছিল। অ্যানা ফ্রাঙ্কার ডাইরি সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের এক উল্লেখযোগ্য দিন লিপি বলা যায়। তখন মূলতঃ লড়াই খ্রীষ্টান বনাম ইহুদী ছিল। ইহুদীরা যেমন যীশুকে মানে না তেমনি হজরত মুহাম্মদকে নবী বলে স্বীকার করে না। ইহুদীরা মুসলমানদের মতো শুয়োরের মাংস খায় না।

ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের শুরু থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিদ্বেষী এবং বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ধর্মের নামে। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায় যতক্ষণ না ওই রাষ্ট্রের পতন হচ্ছে। কতগুলো ধর্মের জন্ম সেখানে! ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সামারিটানিজম,দ্রুজ,বাহাই। এমন পবিত্র দেবভূমি অপবিত্র হয়ে ওঠে করাল যুদ্ধের রণহুংকারে। শান্ত সুন্দর মরুভূমি হাজার হাজার বছর ধরে আবর্তিত হচ্ছে শুধু যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি করে।

এই যুদ্ধে ভারত ইজরায়েলের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে। তাই সেখানে যুদ্ধাস্ত্র পাঠাচ্ছে। সেখানকার ভারতীয়দের উদ্ধারের জন্যে ‘অপারেশন অজয়’ চালু করেছে।কার্গিল যুদ্ধের সময় ইজরায়েল আমাদেরকে অত্যাধুনিক রাডার এবং স্যাটেলাইট দিয়ে সাহায্য করেছিল। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রথম ইজরায়েলে সফর করেছিলেন। গাজা (গাজা ভূখণ্ড) ফুঁকছে ইজরায়েল, ধোঁয়া ছাড়ছে প্যালেস্টাইনে , নেশা ধরছে ভারতের সেকুলার সহ বামপন্থীদের। এখন দেখ কেমন লাগে। হামাস ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববাদ,তারা কখনো ভ্রাতৃত্ব অফ হিউম্যান বিং নয়। হামাস একটা আইএসআই র মতো আতঙ্কবাদী সংগঠন যারা অনবরত ভারতের শান্তি, শৃঙ্খলাকে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ধর্মের নামে জল্লাদের মতো শিশু , নারী, পুরুষ নির্বিশেষে তাদের হত্যার শিকার হয়। হিটলার যদি জেনোসাইড করে, তারা করে হলোকাস্ট। এই যুদ্ধে ধর্মের নামে মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করা তাদের একমাত্র এবং প্রধান লক্ষ্য।

ধর্মের জয় হোক। এই যুদ্ধে মনুষ্যত্বের জয় হোক। মানবতার জয় হবেই হবে। ধর্ম বেঁচে থাকুক শান্তি নিয়ে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গুজরাতে কাজে গিয়ে ২ তরুণের গণপিটুনিতে মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গুজরাতে কাজ করতে গিয়ে বাংলার ২ তরুণের গণপিটুনিতে মৃত্যু হল বলে অভিযোগ। নিহত রাহুল শেখ (১৮) ও সুমন শেখ (১৬) পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কৃষ্ণদেবপুর পঞ্চায়েতের নতুনচর গ্রামের বাসিন্দা। দু'জনকেই পিটিয়ে মারা হয়েছে বলে পরিবারের দাবি।

সোমবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ মৃতদেহ গ্রামে ঢোকার পরই নিহতদের পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। রবিবার মৃত ২ তরুণের পরিবার থেকে মৃতদেহ আনতে গুজরাতের রাজকোটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, প্রায় দু' মাস আগে রাহুল ও সুমন গুজরাতের রাজকোটে কাজে যোগ দিতে যান। সেখানকার বহভানাগর রোড এলাকার একটি জুয়েলারিতে রুপোর গয়না তৈরির কাজ শিখতেন। সপ্তাহখানেক আগে দোকান থেকে কিছু গয়না চুরি যায় বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, সন্দেহ হয় রাহুল আর সুমনের ওপর। গত বৃহস্পতিবার দোকান মালিকের মদতে সুমন ও রাহুলকে গোডাউনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পেটানো হয় বলে অভিযোগ। সেখানেই বেহুঁশ হয়ে লুটিয়ে পড়েন দু'জনেই। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে মালিক-সহ নিগ্রহকারীদের গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার দুপুরে মৃত দুই তরুণের পরিবারের বাড়িতে দেখা করতে হাজির হন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিডিও সেবন্তী বিশ্বাস, কালনার মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল, কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ সহ বিশিষ্টজনরা। মৃত দুই পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন তাঁরা। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ দুই পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে এ রাজ্যে কাজ না পেয়েই ভিন রাজ্যে কাজে যেতে হয় বলেই দাবি করেছেন এলাকার যুবকরা আর যার ফলেই এই ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ঐতিহাসিক রাখি বন্ধনের স্মরণ আরামবাগবাসীর

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখিবন্ধন উৎসবের সূচনা করেছিলেন। দিনটি ছিল ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। রাখি বন্ধন উৎসব ঐক্যবদ্ধ বাঙালির লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক সেই দিনটিকে আরামবাগের মানুষ এদিন স্মরণ করলেন। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভাইয়ের হাতে বোনেরা রাখি বেঁধে দেন। ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এই উৎসব পালন করা হয়। রাখি বন্ধনের সেই উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধীতার আন্দোলনের প্রতীক করে তুলেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করে। বাংলা ভাগ ১৬ অক্টোবর কার্যকর হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ সেইদিন রাখি উৎসব সূচনা করেন। বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে শহরের রাজপথে শোভাযাত্রা বার হয়। শোভাযাত্রায় বহু মানুষ বাংলার মাটি বাংলার জল গানটি গেয়ে পথপরিক্রমা করেন। গঙ্গার ঘাটে স্নান করে একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। গঙ্গাস্নানের পর প্রকাশিত হয় সেদিনের ইশতেহার 'বঙ্গচ্ছেদে রাখি বন্ধন'। তাতে সাক্ষর করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ। সেইসঙ্গে স্থির হল, বাঙালির ঐক্যের কথা স্মরণে রেখে প্রতি বছর এই দিনটি রাখি বন্ধন উৎসব হিসাবে পালিত হবে। আরামবাগ সাহিত্য ও শিল্প পরিষদের তরফে এদিন রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা। সংগঠনের সভাপতি শেখ হাসান ইমাম বলেন, বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গচ্ছেদ রোধে রাখিবন্ধন উৎসবের সূচনা

করেছিলেন। অপরদিকে আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ দেবাশীষ শেঠ বলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত প্রকৃত রাখি বন্ধনকে মর্যাদা দিতেই এই কর্মসূচি। পৃথিবীর সকল ভালো মানুষদের একসুতোয় বাঁধার প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। পাশাপাশি রবীন্দ্র গবেষক বিভাংশু দত্ত বলেন, রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে এবং তাঁর ঐতিহাসিক রাখি বন্ধনের গুরুত্বকে সমাজে ছড়িয়ে দিতেই আমাদের এই প্রয়াস।

বহরমপুর মনীন্দ্রপুর পি জি ক্যাম্পাসে আয়োজিত হল শারদ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ১৫ অক্টোবর ২০২৩ রবিবার বহরমপুর মনীন্দ্রচন্দ্র পি জি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল বহরমপুর নৃত্যাশ্রম ও আবৃত্তি অন্বেষণ কেন্দ্র আয়োজিত শারদ উৎসব। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের ও আবৃত্তি অন্বেষণ কেন্দ্রের সকল ছাত্রছাত্রীরাই অংশ নেন। সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখা যায়। উপস্থিত দর্শকমন্ডলী থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনদের। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন বহরমপুর নৃত্যাশ্রমের কর্ণধার স্বর্ণালী দে প্রামাণিক ও আবৃত্তি অন্বেষণ কেন্দ্রের

কর্ণধার অন্বেষা সরকার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার মিজানুল হক, অন্যতম অধ্যক্ষ দোলা বড়াল ও বিপ্লব বন্দোপাধ্যায়। ছোটছোট কচিকাঁচাদের নৃত্যে দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ শারদ মুখর হয়ে ওঠে। এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'বহরমপুর নৃত্যাশ্রম' বহুল পরিচিত ও সমাদৃত।

বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর: সোনারপুরের রূপনগর ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাদের দ্বিতীয় বর্ষের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আজ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করল। এবছর সর্বমোট দেড়শো জন দুঃস্থ ও অভাবী মানুষের হাতে সম্পূর্ণ নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত অবশ্য উল্লেখ্য যে, সোসাইটির আজীবন সদস্য ও অত্যন্ত হৃদয়বান, দানশীল মানুষ শ্রদ্ধেয় বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মসূচিটি সুসম্পন্ন হয়। বিনয়বাবু তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সোসাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রত্যেক গ্রহীতার হাতে নতুন বস্ত্রের পাশাপাশি একটি করে মিষ্টির প্যাকেট ও সামান্য অর্থ সাহায্য করা হয়।

এই দেড়শো জনের বাইরেও কিছু মানুষ নতুন বস্ত্রের আশায় সোসাইটির কাছে দরবার করেন কিন্তু তাঁদের কাছে নির্দিষ্ট কুপণ না থাকায় তাঁদেরকে এই প্রীতি উপহার প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সোসাইটি এই অপরাগতায় খুবই বিব্রত ও অসহায় বোধ করে। তবে আশা করা যায় আগামী বছর এই সংখ্যাটা সামান্য হলেও বাড়বে এবং আরও কিছু দুঃস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যাবে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০২.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী শম্ভুনাথ সিং মুরা (প্রয়াত দামন সিং মুরার আইনি উত্তরাধিকারি)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮,৪৩,৫১১.৫৬ টাকা (আট লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো এগারো টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ৮,৪৩,৫১১.৫৬ টাকা (আট লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো এগারো টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির মৌজা- খামার, জেএল নং ১০৮, আরএস প্লট নং ১০৯২, এলআর খতিয়ান নং ৩৫০, অবস্থিত দাঁতিয়া, পো -খামার, থানা- ঝালদা, মাথারি খামার গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-পুরুলিয়া, রেজিস্ট্রিকৃত সাব জেলা- ঝালদা এবং জেলা-পুরুলিয়া অধীন। চৌহদ্দি : উত্তরে : দীননাথ সিং মুড়ার জমি,দক্ষিণে: রোহিনী সিং মুড়ারজমি, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রোড, পশ্চিমে : শ্রী শম্ভুনাথ সিং মুড়ার জমি সমন্বিত।

তারিখ- ১২.১০.২০২৩ | স্থান- ঝালদা | অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২
ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩, ইমেল - bardhaman.assetrecovery@bankofindia.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের মূল এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ ইস্যু এবং প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু নোটিশগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত/সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ / এনপিএ-র তারিখ	১. অনুমোদিত সীমা ২. বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : প্রয়াত শ্রী ওয়াসিম মোল্লার এস্টেট আইনি উত্তরাধিকারী হাসি বেগম কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী** স্বামী ওয়াসিম মোল্লা, গ্রাম এবং পো- খানজি, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৯ **ওয়াসিম মোল্লার সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণ : মেয়াদি ঋণ এ/সি নং : ৪২১৯৭৬২১০০০০২১** শাখার নাম : **চরখি শাখা**	দায়বদ্ধ যুগ্ম ফসল কাটার যন্ত্র-মেক চাঙ্গ ঙ্গফা, মডেল ট্রাক টাইপ ৮০৫.৯৫ এইচপি।	০৪.০৫.২০২৩ / ১৬.০৪.২০২৩	**১) মেয়াদি ঋণ : ৯,৮০,০০০.০০ টাকা ২) ১১,৫৬,৭২৭.১৩ টাকা** (এগারো লাখ ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো সাতাশ টাকা এবং তেরো পয়সা) (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া নোটিশের তারিখ পর্যন্ত) এবং পরবর্তী সুদ বার্ষিক ১০.১০ শতাংশ হারে পুঞ্জিভূত ছয়মাস অন্তর।
২.	**শ্রী অপূর্ব কুমার সিংহ এবং সঞ্চিতা সিংহ** সোনালি আবাসন, ব্লক-১, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং এফ, ২য় ফিডার রোড, ওয়ার্ড নং ৫, বাঁকুড়া **(ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা)** **গৃহ ঋণ এ/সি নং : ৪২৬৩৭৫১১০০০০১৫৭** শাখার নাম : **কাটজুরিডাঙ্গা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা-দেমুরারি গোপীনাথপুর, জেএল নং ২০৫, এলআর খতি. নং : ৬৯৭৮ এবং ৬৯৭৯, এলআর প্লট নং ৩৬৮৪, এরিয়া : ৯৮৯ বর্গফুট, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং এফ, ব্লক : ১, সোনালী আবাসন, এবং কার পার্কিং স্পেস-১২০ বর্গফুট , সেকেন্ড ফিডার রোড, ওয়ার্ড নং ৫, বাঁকুড়া পুরসভা, বাঁকুড়া- ৭২২১০১	১৩.১০.২০২৩ / ৩০.০৪.২০২৩	**১) গৃহ ঋণ : ২৫,০০,০০০.০০ টাকা ২) ২৮,৬৪,২৬২.৩১ টাকা** (আঠাশ লাখ চৌষট্টি হাজার দুশো বাষট্টি টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া নোটিশের তারিখ পর্যন্ত) এবং পরবর্তী বার্ষিক ৮.৮৫ শতাংশ হারে পুঞ্জিভূত সুদ মাস অন্তর।

নোটিশ প্রেরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারারা উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে।

তারিখ: ১৭.১০.২০২৩, স্থান: দুর্গাপুর | অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নোটিশ

ব্রিটানিয়া লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৫/১এ, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০১৭

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির নিম্নোক্ত সিকিউরিটিজগুলি হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলির অধিকারী/আবেদনকারীগণ কোম্পানির নিকট নতুন সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারধারী/আবেদনকারীগণকে জানিয়েছে যে, আইইপিএফ নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি আইইপিএফতে স্থানান্তর করা হয়েছে।
যে কোনও ব্যক্তি উক্ত শেয়ার সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে এবং কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন , অন্যথায় কোম্পানি পরবর্তীতে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই শেয়ারধারী/আবেদনকারীগণকে নতুন সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য প্রক্রিয় গ্রহণ করবে। শেয়ার হোল্ডার : জামিলা খাতুন, শেয়ারের ধরন এবং প্রাথমিক মূল্য : ইক্যুইটি শেয়ারের প্রাথমিক মূল্য ১ টাকা, শেয়ার সংখ্যা : ১১০০, ডিস্টিংটিভ নম্বর(গুলি) : ২৩৯৪৮২৮৭৭ থেকে ২৩৯৪৮৩৯৭৬, সার্টিফিকেট নং ২২৫৮৬৫ এবং ফোলিও নং. জেড০০৩১০০।
স্থান: ব্যাঙ্গালোর | আবেদনকারীর নাম: জামিলা খাতুন
তারিখ : ১৭.১০.২০২৩

SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016
M/s. JANPRAGTI COMMODITIES PRIVATE LIMITED (In Liquidation)
Liquidator's Address: 8, N.N. Mukherjee 3rd Lane, Uttarpara, Hooghly-712258, West Bengal

The following Assets and Properties of M/s. JANPRAGTI COMMODITIES PRIVATE LIMITED (In Liquidation) having CIN No. U51109WB1995PTC068406 forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator through e-auction on "AS IS WHERE IS," "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as per details mentioned in the table below:

Asset Description	Manners of Sale	Inspection Date	Date and Time of Auction	Reserve price Rs. In Lacs	EMD Amount & Documents submission dead line (Rs. In Lacs)
Non-Current Investments:	Standalone Basis	Before 13th November, 2023	16th November, 2023 (10.30 am to 4.30 pm) with unlimited extension of 5 minutes each		
I. Manikaran Vincom Private Limited				4.45	0.45
II. Samarpan Viniyog Private Limited				5.14	0.52
III. Satabdi Investment Consultant Private Limited				4.46	0.45
IV. Manimaya Holding Private Limited				56.60	5.66
					On or before 14th November, 2023

1. Interested applicants may refer to the COMPLETE E- AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available at Linkstar Infosys Pvt. Ltd.'s website: **https://www.eauctions.co.in** or through E Mail: **admin@eauctions.co.in**.
2. The Liquidator has right to accept or cancel or extend or modify, etc. any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. The Liquidator can cancel E-Auction at any time without giving any reason.
3. E-Auction platform: **www.eauctions.co.in** Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit a bid.
4. EMD should be paid by Demand Draft/Electronic Transfer only.

Sd/-
Sudipta Ghosh, Liquidator
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
admin@eauctions.co.in (Process and Specific)
Cell No: 9230823033 / 7003384289
Date : 17.10.2023
Place : Kolkata

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮২০
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সুমিত কুমার বর্মা** সহ ঋণগ্রহীতা : **নেহা বর্মা**	১) ৩১.০৭.২০২৩ ২) ১৩.১০.২০২৩ ৩) ১৩,১৮,২৪৭.০০ টাকা (তেরো লাখ আঠারো হাজার দুশো সাতচল্লিশ টাকা) টাকা, ০৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২সি, ২য় তলে, উত্তর পূর্ব দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং এক ব্যালকনি সমন্বিত উক্ত ভবনে অবস্থিত জমি পরিমাণ ৫ কাঠা ১৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট কমবেশি মৌজা-সুলতানপুর, থানা-দমদম, দাগ নং ১৯৪, খতিয়ান নং ১৪, হাল খতিয়ান নং ১০০৭/৭৯, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, স্থানীয় দমদম পুরসভা অধীন, পুর হোল্ডিং নং পুরানো ৫৩, হোল্ডিং নং নতুন ৫০, মহাজাতি রোড সেকেন্ড বাই লেন, কলকাতা-৭০০০২৮,অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস কাশীপুর দম দম, ওয়ার্ড নং ৭, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত **নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী তপন ভৌমিক এবং শ্রী রতন ভৌমিক, দক্ষিণে : ৩ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : প্রয়াত বিনয় ভূষণ দাশগুপ্ত, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।

তারিখ : ১৭.১০.২০২৩ | স্থান : দমদম, কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

পাঞ্জাব নেশনাল বৈঙ্ক pnb punjab national bank
সস্ত্র বিভাগ, সার্কেল অফিস- কলকাতা সাউথ
১১, হেমন্ত বসু সরণি, ১০ম তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ই-মেইল আইডি: cs8267@pnb.co.in

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ২৭.০৯.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং যা ১৯.১০.২০২৩ তারিখে পরিচালিত হবে, তা নিম্নরূপ পড়তে হবে:
ক্র. নং ৫ : ক) রিজার্ভ মূল্য (লক্ষ টাকায়) সংশোধন করা হচ্ছে ১৬.৬৮ লক্ষ টাকা থেকে **২২.০০ লক্ষ টাকায়।**
খ) ইএমডি সংশোধন করা হচ্ছে ১.৬৭ লক্ষ টাকা থেকে **২.২০ লক্ষ টাকায়।**
এবং ই-অকশনের তারিখ সংশোধন করা হচ্ছে ১৯.১০.২০২৩ থেকে **০২.১১.২০২৩ তারিখে।**
বাকি বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে, সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
তারিখ: ১৬.১০.২০২৩ | স্থান: কলকাতা | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ফিউচার রিটেইল লিমিটেডের দ্রব্যাদির বিক্রয়

এই যোগাযোগটি ফিউচার রিটেইল লিমিটেড (**"এফআরএল"/"কোম্পানি"**) দ্বারা জারি করা হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট চিহ্নিত স্টোর/গুদামে পড়ে থাকা এফআরএল-এর দ্রব্যাদি কেনার জন্য প্রস্তাব/বিড আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, বিশেষ করে যেমন প্রস্তাবের নথির জন্য অনুরোধ (সময় সময় সংশোধিত, **"আরএফপি"**)। ইনভেন্টরির মধ্যে রয়েছে পোশাক, ইলেকট্রনিক্স, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, নন-ফুড এফএমসিজি ইত্যাদি। আগ্রহী পক্ষগুলির কাছ থেকে অফারগুলি আমন্ত্রণ জানানো হয়, যারা আরএফপি-এর অধীনে নির্ধারিত যোগ্যতার মাপকাঠি পূরণ করে, **"যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে এবং কোনো মূল্যায়ণ ব্যতীত"**। বিক্রয়ের জন্য বিশদ শর্তাবলী আরএফপি-তে বর্ণিত আছে। আগ্রহী দলগুলিকে এফআরএল-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়ার ("সিআইআরপি") বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত রাখতে হবে এফআরএল-এর ওয়েবসাইট **https://futureretail.in** থেকে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ (**"আইবিসি"**) এর বিধান অনুসারে। উল্লিখিত দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য আরএফপি পেতে, আগ্রহী দলগুলি https://futureretail.in/cirp/sale-of-inventory.html.-এ প্রদত্ত বিন্যাসে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং স্ট্যাম্পযুক্ত গোপনীয়তার অঙ্গীকার সহ ২৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে বা তার আগে infrlip@deloitte.com-এ লিখতে পারে। ইমেলের সাবজেক্ট লাইনটি **"আরএফপি-এর জন্য অনুরোধ -এফআরএল ইনভেন্টরির বিক্রয়"** পড়তে হবে। আগ্রহী দলগুলি আরএফপি-র এর শর্তাবলী অনুসারে তাদের অফারগুলি জমা দিতে পারে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই যোগাযোগটিকে এফআরএল-এ বাধ্যতামূলক হিসাবে বোঝানো উচিত নয়, এবং এফআরএল এই যোগাযোগ বা আরএফপি সংশোধন, পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে যে কোনো সময় কোনো কারণ ব্যতিরেকে এবং কোনো দায়ভার বহন না করে। আরএফপি-এ সেট করা যেকোন ইনভেন্টরির বিক্রয় এফআরএল-এর বিচক্ষণতা এবং আইবিসি-এর প্রযোজ্য বিধান সাপেক্ষে। এই কমিউনিকেশনটিআরএফপি-এ সেট করা অস্বীকৃতি এবং যোগ্যতার সাথে একসাথে পড়তে হবে।

স্বা/-
ফিউচার রিটেল লিমিটেড'এর পক্ষে
বিজয়কুমার ভি. আয়ার
ফিউচার রিটেল লিমিটেড'এর প্রস্তাবক পেশাদর
ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00261/2017-2018/10490
অনুমোদনের জন্য চুক্তি নং AA1/10490/02/190224/105486
(বৈধ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)
তারিখ : ১৭ অক্টোবর ২০২৩

केनरा बैंक Canara Bank A Govt. of India Undertaking | **सिंडिकेट Syndicate**

ভেহিকেলগুলির নিলাম

রিকভারি সেকশন, রিজিওনাল অফিস কলকাতা - ১
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

ব্যাঙ্কের দখলে নেওয়া হাইপোথিকেটেড গাড়ি বিক্রি করা হবে **০২-১১-২০২৩ তারিখ (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৩.৩০টা থেকে বিকেল ৫.৩০টার** মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য নিলাম **"যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ভিত্তিতে।
নিম্নোক্ত শর্তাবলীতে উল্লেখিত সম্পদ বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে অফারগুলি আমন্ত্রিত।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার খ) শাখার নাম	ভেহিকেলের বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) ইএমডি ডিপোজিট এ/সি ঙ) পার্কিং
১.	ক) শ্রী পিন্টু ঘোষ এ/সি নং : ১৩৯২৭৬৮০০০০২৬ খ) হেয়ার স্ট্রিট ব্রাঞ্চ	বাণিজ্যিক রেজিস্ট্রেশন নং : WB-05-7858 তৈরির বর্ষ : ০১/২০২০ ভেহিকেল নাম : হুন্ডাই SANTRO 1.1 MT ERA EXECUTIVE	ক) ১,৮২,০০০/- খ) ১৮,২০০/- গ) ২,০০০/- ঘ) ১৩৯২২০৯২৭২৪৩৪ ঙ) ময়দান পার্কিং, নোনাডাঙ্গা, কলকাতা - ৭০০ ১০৫

নিলামের তারিখ এবং সময় : ০২.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ টা থেকে বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত
ইএমডিজমার শেষ তারিখ : ৩১.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত

অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি :
১. ১৮.১০.২০২৩ থেকে ৩০.১০.২০২৩ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত (কর্ম দিবসে পরিদর্শন করা হবে) পর্যন্ত যানবাহন পরিদর্শন করা যেতে পারে।
২. নিলামের স্থান হল **কানারা ব্যাঙ্ক রিজিওনাল অফিস - ১, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, বেলস হাউস, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৬।**
৩. সম্পদ শুধুমাত্র রিজার্ভ মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রি করা হবে।
৪. ইচ্ছুক দরদাতাদের **৩০.১০.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টার** মধ্যে বন্ধ খামে ক্যানারা ব্যাঙ্ক, কলকাতার পক্ষে এনইএফটি/আরটিজিএস/ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে বৈধ কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি-র রেমিট্যান্সের প্রমাণ সহ তাদের বিড অফার লেটার জমা দিতে হবে।
৫. পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শুধুমাত্র 'অনলাইন ইলেকট্রনিক মোড' দ্বারা নিলাম/বিডিং করা হবে যেমন **http://www.indianbankseauction.com**
৬. পরিষেবা প্রদানকারীর যোগাযোগের বিস্তারিত মেসার্স ক্যানব্যাঙ্ক কম্পিউটার সার্ভিস লিমিটেড, যোগাযোগ নম্বর ০ ৮৫৫৩৬ ৪৩১৪৪ এবং ০ ৯৪৮০৬ ৯১৭৭৭, ই-মেইল আইডি eauction@ccsl.co.in।
৭. রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিড অফার গ্রহণ করা হবে না।
৮. নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ভারসাম্যের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে গাড়িটি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে হস্তান্তর করা হবে। ভারসাম্যের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, জমা করা ইএমডি পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।
৯. একক দরদাতার ক্ষেত্রে গাড়িটি বিক্রি করা হবে সংরক্ষিত মূল্যের এক ন্যূনতম এক বর্ধিত মূল্যে।
১০. অসফল দরদাতা অবিলম্বে বায়নার অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন নিলাম শেষে।
১১. ব্যাংক কোন কিছু না দিয়ে যে কোন সময় নিলাম পরিবর্তন, বাতিল বা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১২. পার্কিং চার্জ এবং রোড ট্যাক্সের মত বিধিবদ্ধ বকেয়া সহ অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক খরচ, বীমা, প্যাকেজিং চার্জ, ইত্যাদি সর্বোচ্চ দরদাতা দ্বারা বহন করতে হবে।
১৩. গাড়ির নিবন্ধন দরদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়িটি সরবরাহ করবে এবং দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হস্তান্তর হবে।
১৪. উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের জন্যও নিলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে এটি একটি নোটিশ উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে বিক্রয়, যদি তাদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না হয়।
১৫. ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এতদ্বারা ই-নিলামের তারিখের আগে সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লিখিত অর্থ প্রদানের জন্য অবহিত করা হয়েছে, এতে ব্যর্থ হলে যানবাহন নিলাম করা হবে/বিক্রয় করা হবে এবং সুদ এবং অবশিষ্ট বকেয়া অংশ সুদ এবং শুল্ক সহ আদায় করা হবে।
১৬. পার্কিং চার্জ দখলের তারিখ থেকে সফল দরদাতাকে দিতে হবে।

তারিখ : ১৬.১০.২০২৩/স্থান : কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার/কানাড়া ব্যাঙ্ক

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা ব্রাঞ্চ (১৭৮৯৯), জীবন তারা বিল্ডিং
৪র্থ তল ২৩এ/৪৪এক্স, ডি এইচ রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩
অনুমোদিত অফিসারের মোবাইল নম্বর - ৯৬৭৪৭১২৫৮৭

গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি/যানগুলি ই-নিলামে বিক্রি করা হবে **১৯.১০.২০২৩** তারিখে **(বৃহস্পতিবার) দুপুর ১২.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত।**
৭,৮০,০০০.০০ টাকার ইএমডি প্রদেয় করতে হবে অ্যাকাউন্ট নং ৪৮৯৭৯৩২১৭৮৯৯০ আইএফএসসি কোড এসবিআইএন০০১৭৮৯৯ -তে ১৮/১০/২০২৩ তারিখ দুপুর ০৩.০০টার মধ্যে। সফল ডাকদাতাকে **ইএমডি** ফেরত দেওয়া হবে না।
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	মজুত মূল্য
১.	**পোর্শে এজি জার্মানি, জেট ব্ল্যাক মেটালিক,** রেজিস্ট্রেশন নং- **WB20BB9222**, ইঞ্জিন নং- **DCB060539**, চেসিস নং- **WP1ZKJ9Y0KDA07959,** মালিকের নাম : **শিউলি বণিক।**	১০/২০১৮	৭৮,০০,০০০.০০ টাকা

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
ক) ই নিলাম অনুষ্ঠিত হবে https://www.bankeauction.com দরদাতাদের পোর্টালে নিবন্ধন করতে হবে।
খ) রিজার্ভ মূল্যের নিচে দেওয়া বিড বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) দর সমাপ্তির পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং এটি সফল ডাকদাতাকে অবহিত করা হবে।
ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের ৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। নিলামের পুরো অর্থ পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে। "এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা" বা অন্যান্য এসবিআই শাখা / আধিকারিকরা দরদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য কোনওভাবেই দায়ী নন।
দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।
তারিখ : ১৭.১০.২০২৩, স্থান : বেহালা | **অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান-৭১৩ ১০৪, ই-মেল: **sbi.14817@sbi.co.in**

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: অভিজিৎ চক্রবর্তী, ই-মেইল: **sbi.14817@sbi.co.in**, মোঃ- **96744 58888**

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর [রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)] বন্দোবস্ত এর সঙ্গে পঠিত অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৩.১১.২০২৩
সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ২৭.১০.২০২৩, সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত
মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-এর সরবরাহ করা ই-অকশন ওয়েবসাইট https//www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/ index.jsp মাধ্যমে ডাকদাতাদের নিজস্ব ওয়ালেটের মাধ্যমে ১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ট্রান্সফার/জমা করতে হবে অর্থাৎ আরটিজিএস/এনইএফটি-র মাধ্যমে প্রত্যেককে আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তির পরে এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট নিলামদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অগ্রিম বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি/ হাইপোথিকেটেড / বন্ধকীকৃত প্রতিশ্রুত/ সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে চার্জ করা হয়েছে, যার **দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে - ০৩.১১.২০২৩ **তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত** বিক্রয় করা হবে।

ক্র. নং ১ | **[রুল ৬(২) এবং রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]**

৩১.০৩.২০১৫ অনুযায়ী **৯,৯৫,১১,২১২.০৩ টাকা** + তার উপর আরও সুদ + অন্যান্য খরচ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ, ডিরেক্টর এবং জামিনদার : শ্রী অলোকে কুমার মিত্র, শ্রী অসীম কুমার মিত্র, কর্পোরেট জামিনদার: শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** -এর বকেয়া হয়ে গেছে।
রিজার্ভ মূল্য হবে :
সম্পত্তি নং ১ : ২,৪৮,০০,০০০.০০ টাকা, এবং বায়না অর্থ জমা হবে ২৪,৮০,০০০.০০ টাকা
বিড বর্ধিত পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ : ১০,০০,০০০.০০ টাকা, এবং বায়না অর্থ জমা হবে ১,০০,০০০.০০ টাকা
বিড বর্ধিত পরিমাণ : ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায় সহ, যদি থাকে, স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ)
সম্পত্তি ১ : থানা বিষ্ণুপুর, মৌজা আপ্পার আমদহরা-তে অবস্থিত কোল্ড স্টোরেজ ভবন সহ ৩.৪৬ একর জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক জে.এল. নং ১৪৬ সি.এস./ আর.এস খতিয়ান নং ২৯ ও ৩০, আর.এস. প্লট নং ২৩৫, ২৩৬, এল.আর. প্লট নং ১৭২, ১৭৩(পি) অন্তর্ভুক্ত, ১৯৮৮ সালের জন্য দলিল নং আই-১,২,৩, ৪,৫,৬,৭ এবং ৮। সম্পত্তিটি **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** -এর নামে।
সম্পত্তি নং ২ : স্ক্র্যাপে **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রাঃ লিঃ** -এর প্ল্যান্ট ও মেশিনারি।

সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলের অধীনে

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, **www.sbi.co.in**, এমএসটিসি ওয়েবসাইট **https://ibapi.in/Sale_Info_Login.aspx** এবং **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**

তারিখ: ১৭.১০.২০২৩ | স্থান: বর্ধমান | অনুমোদিত আধিকারিক, এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

দুর্ঘটনায় মৃত্যু, রাস্তায় দেহ রেখে রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাজারে সবজি বিক্রি করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ ফেলে রেখে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা।

মাঠ থেকে সবজি তুলে সাইকেলে চাপিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক কৃষকের। আজ ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে বিকনা কর্মতীর্থের সামনে। মৃতের নাম গৌতম সিংহ। বাড়ি স্থানীয় কুড়ারিয়া গ্রামে। ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করা ও মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ ফেলে রেখে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো সোমবার ভোরে মাঠ থেকে সবজি তুলে সাইকেলে করে সেই সবজি বাঁকুড়া শহরের বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন কুড়ারিয়া গ্রামের গৌতম সিংহ। বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক ধরে বাঁকুড়ার দিকে যাওয়ার পথে বিকনা কর্মতীর্থের কাছে একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। এরপর ওই গাড়ির চাকায় তাঁর মাথা ও পা পিষ্ট হলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরই ঘাতক গাড়িটি চম্পট দেয়। ঘটনার সময় কাছাকাছি কেউ না থাকায় গাড়িটি চিহ্নিত করা যায়নি।

পরে স্থানীয়রা রাস্তার ওপর গৌতম সিংহর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে বাঁকুড়া সদর থানায় খবর দেন। খবর দেওয়ার প্রায় ৪৫ মিনিট পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে শুরু হয় পথ অবরোধ। এলাকাবাসীর দাবি একদিকে রাস্তার বেহাল দশা আর অন্যদিকে পুলিশের নজরদারির অভাবে যানবাহনের বেপরোয়া গতির কারণেই বারংবার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স (০৩৩)২২৪৩-০০২১
ইমেল: Jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			ছয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫৭,৪২২.১৭	১৪৯,০৩৮.৬৯	১৩৭,৪০০.৯১	৩০৬,৪৬০.৮৬	২৮৭,৫৯১.৮২	৬১৬,০৫৬.৪১	১৫৭,৪২২.১৭	১৪৯,০৩৮.৬৯	১৩৭,৪০০.৯১	৩০৬,৪৬০.৮৬	২৮৭,৫৯১.৮২	৬১৬,০৫৬.৪১
২	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	২০,১৫৫.৪৫	১৭,০৪৩.১০	২,১১৮.০৮	৩৭,১৯৮.৫৫	৪,২৯৯.৮৩	১০,৪৯৩.৩০	২০,১৫৫.৩৪	১৭,০৪২.৮৯	২,১১৭.৮৫	৩৭,১৯৮.২৩	৪,২৯৯.৪৮	১০,৪৯২.৭৩
৩	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২০,১৫৫.৪৫	১৭,০৪৩.১০	২,১১৮.০৮	৩৭,১৯৮.৫৫	৪,২৯৯.৮৩	১০,৪৯৩.৩০	২০,১৫৫.৩৪	১৭,০৪২.৮৯	২,১১৭.৮৫	৩৭,১৯৮.২৩	৪,২৯৯.৪৮	১০,৪৯২.৭৩
৪	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২০,১৫৫.৪৫	১৭,০৪৩.১০	২,১১৮.০৮	৩৭,১৯৮.৫৫	৪,২৯৯.৮৩	৫,৭৮৩.৫৯	২০,১৫৫.৩৪	১৭,০৪২.৮৯	২,১১৭.৮৫	৩৭,১৯৮.২৩	৪,২৯৯.৪৮	৫,৭৮৩.০২
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় { সময়কালের জন্য লাভ/ক্ষতি সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (কর পরবর্তী)}	২০,১৫৫.৪৫	১৭,০৪৩.১০	২,১১৮.০৮	৩৭,১৯৮.৫৫	৪,২৯৯.৮৩	৫,৭৪৫.৩৩	২০,১৫৫.৩৪	১৭,০৪২.৮৯	২,১১৭.৮৫	৩৭,১৯৮.২৩	৪,২৯৯.৪৮	৫,৭৪৪.৭৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৬,০৪৫.০৩	১৫,৫৪৫.০৩	১২,৭৯৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১২,৭৯৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১৫,৫৪৫.০৩	১২,৭৯৫.০৩	১৬,০৪৫.০৩	১২,৭৯৫.০৩	১৪,৫৪৫.০৩
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৪১,০৭১.১৩	-	-	-	-	-	৪১,০৬২.১২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹ ১০/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)												
	(ক) মৌলিক (₹)	১২.৭৯	১১.৩৪	১.৭৪	২৪.১৩	৩.৭২	৪.৪৯	১২.৭৯	১১.৩৪	১.৭৪	২৪.১৩	৩.৭২	৪.৪৯
	(খ) মিশ্রিত (₹)	১১.২২	৯.৬১	০.৮৫	২০.৮৩	২.৮০	৪.১১	১১.২২	৯.৬১	০.৮৫	২০.৮৩	২.৮০	৪.১১

দ্রষ্টব্য:

ক) উপরোক্ত বিষয়টি হল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ যথাক্রমে www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৬.১০.২০২৩ তারিখের পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

গ) বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে চলতি সময়কালের রাশির সঙ্গে সমতুল করতে পুনর্সজ্জিত/ পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
আদিত্য জাজোদিয়া
(চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(DIN : 00045114)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬ অক্টোবর, ২০২৩

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **০১.১১.২০২৩ তারিখে (ক্রম নং ১), ০২.১১.২০২৩ তারিখ (ক্রম নং ২)** তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০১.১১.২০২৩ (ক্রম নং ১), ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০২.১১.২০২৩ (ক্রম নং ২)
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে

প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা লি, জামিনদাতাগণ : ১) গৌতম খারা, পিতা শ্রী নিত্যানন্দ খারা, ২) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য,** পিতা শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য, **৩) শ্রীমতি পম্পা ব্যানার্জি,** স্বামী শ্রী জয়দেব ব্যানার্জি **সম্পত্তি নং ১.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি পরিমাণ ৩২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে,'গ্ল্যামার বিল্ডিং' ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথা ভাগ অংশ নির্মাণ এবং জমির পরিমাণ ৭ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ৭৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৭১৮, এলআর দাগ নং ৭৯১, এলআর খতিয়ান নং ৪২১/১, জেএল নং ৩৫, মৌজা- দুলিয়া, দুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, আন্দুল রোড, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, (হস্তান্তর দলিল নং ৩৭২০-২০০৯ তারিখ ১৫.০৯.২০০৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫৫৪ থেকে ৫৮০স অনুযায়ী মেসার্স দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রা লি এর নামে)। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট অংশ ফ্ল্যাট স্পেস নং ২সি পরিমাণ ১২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩য়তলে, গ্ল্যামার বিল্ডিংয়ে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং জমির পরিমাণ ৭ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ৭৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৭১৮, এলআর দাগ নং ৭৯১, এলআর খতিয়ান নং ৪২১/১, জেএল নং ৩৫, মৌজা- দুলিয়া, দুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, আন্দুল রোড, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, (হস্তান্তর দলিল নং ৩৭১৭-২০০৯ তারিখ ১৫.০৯.২০০৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৫০১ থেকে ৫২৬ অনুযায়ী পম্পা ব্যানার্জির নামে, জামিনদাতা)। **সম্পত্তি ৩:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৬বি, পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট , ৩য় তলে, 'তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট' এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথযথা ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ১১কাঠা, ৮ ছটাক, ২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা -পোদরা, জেএল নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৫৩৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৪ এবং ৩৫৫, এলআর দাগ নং ৬৮২, এলআর খতিয়ান নং ৩২০৬ থেকে ৩২১৩, থানা -সাঁকরাইল, জেলা -হাওড়া (হস্তান্তর দলিল নং ৫১৮৯-২০০৮ সালের তারিখ ১৯.০৫.২০০৮, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ১৫৩১ থেকে ১৫৭৩ অনুযায়ী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্যর নামে সম্পত্তি, জামিনদাতা)।	**সম্পত্তি নং : ০১** ক) ৭১,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৭,১৯,৫০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং : ০২** ক) ২২,৮৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৮,৪০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং : ০৩** ক) ১৭,৬০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭৬,০০০.০০ টাকা	৫,২০,১৭,৬৬৭.০০ টাকা **০৯.০৮.২০১৮ অনুযায়ী** এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং এনপিএ তারিখ থেকে চার্জ জামিনদত্ত ঋণদাতা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৪৩৩০৯৬৫৬৬ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য) পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৬.১০.২০২৩	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত
২.	**ঋণগ্রহীতা : নির্মল কুমার চক্রবর্তী** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ দক্ষিণ পূর্ব দিকে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪সি, পরিমাণ আনুমানিক ৭২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপএরিয়া সহ দুই বেড রুম,এক হল তথা ডাইনিং স্পেস, এক খোলা কিচেন, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি ৫মতলে, জি-৪ 'হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট-৩' ভবনে অবস্থিত মৌজা- বালি,আরএস খতিয়ান নং ৪১৪৮, আরএস দাগ নং ৭৫৪২, থানা-নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা হাওড়া, পিন-৭১১২০৫ স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন (লিফট সুবিধাদি সহ) জেলা রেজিস্টার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার-হাওড়া অধিক্ষেত্র অধীন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ আনুমানিক ৭ শতক, জি-৪ তলা 'হোম গ্রিন অ্যাপার্টমেন্ট-৩' ভবনে রেজিস্ট্রিকৃত নির্মল চক্রবর্তীর নামে, দলিল নং ০৫০১০৯৭৮২-২০১৭ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং -০৫০১-২০১৭, পৃষ্ঠা ২৬৮৭৩১ থেকে ২৬৮৭৭০। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: ফ্ল্যাট নং ৪ডি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : চাতাল, সিঁড়ি এবং লিফট সমন্বিত।	ক) ১৬,২০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৬২,০০০.০০ টাকা	২১,৭৯,৯৯০.০০ টাকা **২৯.১০.২০২১ অনুযায়ী** এবং পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং এনপিএ তারিখ থেকে চার্জ জামিনদত্ত ঋণদাতা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৪৩৩০৯৬৫৬৬ ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৭.১০.২০২৩	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৭.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে 'ভোট ফর ইন্ডিয়া' নামে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে মতুয়া ধাম ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়িতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ। শান্তনু অনুগামী এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে মারামারি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। সোমবার বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ইউনাইটেড ফ্রম অফ 'ভোট ফর ইন্ডিয়া' সংগঠনের পক্ষ থেকে বনগাঁ সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির সামনে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি শান্তনু ঠাকুরের দেখা না পেয়ে বাড়ির সামনে একাধিক নোটিশও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, শান্তনু ঠাকুর গত লোকসভা ভোটে উদ্বাস্তুদের

নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ভোট জিতেছিলেন। সেই মর্মে ২০১৯ সালে ভারত সরকার সিএএ প্রকাশ করেছিল। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার কোনো কথা লেখা নেই। অন্যদিকে, রাজ্যে নানা ছলে এনআরসি শুরু হয়ে গেছে। আমাদের অনুরোধ আপনি সংবাদ মাধ্যমে মাধ্যমে সরাসরি জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে এনআরসি থেকে বাঁচার রাস্তা বলে দিন শান্তনু ঠাকুর। শান্তনু ঠাকুরের বাড়ির দিকে বিক্ষোভকারীরা ঢুকতে গেলে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী বাঁধা দেয় তখনই শুরু হয় শান্তনু ঠাকুর অনুগামীদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা পরিস্থিতি এমন দিকে গড়ায় দু'পক্ষই মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। এমনকী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হিমসিম খেতে হয় বেশ কিছু সময়। অভিযোগ শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলানোর নাম করে শান্তনু অনুগামীদের পক্ষ থেকে মানিক ফকিরকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এছাড়াও একাধিক বিক্ষোভকারীদের মারধর করা হয়েছে বলেও দাবি করেন বিক্ষোভকারীদের একাংশ। যদিও শান্তনু অনুগামীদের বক্তব্য কোনো রকম মারামারি হয়নি। এই নিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, শান্তনু ঠাকুর এতদিন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোটে জিতেছে। মানুষ এবার আর বোকা নেই। মানুষ তাদের অধিকারের জন্যই মানুষের শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে এসেছেন।

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ, আত্মঘাতী পিএইচডি পাঠরত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গিয়ে র‍্যাগিংয়ের শিকার হল মালদার আদিবাসী এক ছাত্র, এমনই অভিযোগ পরিবারের। আর সেই র‍্যাগিংয়ের জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় বাড়ির বাথরুমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় পিএইচডি পাঠরত ওই ছাত্র। সোমবার সকালে মালদার গাজোল থানার শীসাডাঙা এলাকায় বাড়ির বাথরুম থেকে ওই ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। ওই ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে গাজলের আদিবাসী পরিবার। তাঁরা পুরো বিষয়টি নিয়ে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানানোর কথা জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম উত্তম মারডি (২২)। তার বাড়ি গাজলের শীসাডাঙা এলাকায়। পরিবারে বাবা কমলা মারডি, মা মিনতি হাঁসদা রয়েছেন। গত ৩ অক্টোবর নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসে পিএইচডি নিয়েই ভর্তি হয় উত্তম। ইনভার্সিটির হোস্টেলেই আপাতত থাকছিল ওই ছাত্র। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর থেকেই নাকি ওই ছাত্রের সঙ্গে অশালীন আচরণ শুরু করে সিনিয়র কয়েকজন, এমনই অভিযোগ করেছেন মৃত ছাত্রের পরিবার। দু'দিন আগে ওই ছাত্র মালদার গাজোলের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। সে কিছুতেই আর নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যেতে চাইছিল না। এরপরই এদিন বাড়ির বাথরুম থেকে মৃত ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ছাত্রের এক জ্যাঠু জোনাস মারডি পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আমরা সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ জানাব এবং পুরো ঘটনার ব্যাপারেও নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছেও একটি লিখিত নালিশ জানানো হবে। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

৪দিন ধরে ছেলের মৃতদেহ আগলে বসে মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার নদিয়ার রানাঘাটে। চার দিন ধরে ছেলের পচা গলা মৃতদেহ আগলে বসে থাকে বৃদ্ধা মা। মৃতদেহর শরীরে পোকা লেগে যায়, সেখান থেকে সংক্রমণ মায়ের হাতে ও পায়ে ছড়িয়ে পড়ে। আজ মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন দাস, বয়স ৫৭ বছর। মা সাধনা দাস বয়স ৯৭ বছর। মৃত স্বপন দাসের রানাঘাট শহরে একটি জেরক্সের দোকান আছে, বাড়ি রানাঘাট পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্মশান রাস্তা সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, গতকাল মাঝে মধ্যেই দুর্গন্ধ পান তারা, আজ সকাল থেকেই অতিরিক্ত দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেয় রানাঘাট পুরসভায় সেখান থেকেই খবর দেওয়া হয় রানাঘাট থানার পুলিশকে। সোমবার বেলা নাগাদ ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে ঘরের দরজা খুলতেই দেখে মা সাধনা দাস ছেলের পঁচাগলা মৃতদেহ আগলে বসে আছে। যদিও বয়সজনিত কারণে অনেকটাই মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধা সাধনা দাস। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শুরু হয় চাঞ্চল্য।

আরামবাগ পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কড়া জবাব দিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী আরামবাগ শহরের বাসুদেবপুর মোড় থেকে রবিবার আরামবাগের প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলার সহ সভাপতি স্বপন নন্দীকে তীব্র আক্রমণ করেন।

স্বপন নন্দী আরামবাগ পুরসভাকে লুঠ করেছে। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি ১৪ জন যুবক যুবতী দুর্নীতি করে আরামবাগ পুরসভায় চাকরি পেয়েছেন বলেও অভিযোগ তোলেন। সোমবার সেই অভিযোগ নিয়ে বেশ কিছু জন মুখ খোলেন। এমনকী, আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দীও কড়া ভাষায় শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগের জবাব দেন। উল্লেখ্য গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক আরামবাগ পুরসভার নিয়োগ নিয়ে নাকি আরটিআই করেছিল। তার কোনও উত্তর দিতে পারেনি পুরসভা বলে জানা যায়। আসলে রাজ্যে পুর দুর্নীতিতে নাম আছে আরামবাগ পুরসভার। যে কোনও দিন স্বপন নন্দীর ডাক পড়বে। এই দাবিও করেন বিরোধী দল নেতা। এর পাশাপাশি আরামবাগ পুরসভায় যারা চুরি করে চাকরি পেয়েছে তাদের নামের তালিকাও পড়ে শোনান বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, চুরি করে চাকরি পাওয়ার তালিকায় আছেন, ঝিলিক দিকপতি, জ্যোৎস্না রুইদাস, ভোলানাথ ঘোষ, সুরজিৎ সূত্রধর,মনোজিৎ মুখার্জী, অভিজিৎ ঘোষ, জয়ন্ত পণ্ডিত, রাকেশ চৌধুরী, শ্যামাপদ দোলুই, শ্যামসুন্দর সিংহ রায়, শোভাকর মণ্ডল। যদিও এদিন আরামবাগ পুরসভার এই সব কর্মীরা জানান, তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনও

সত্যতা নেই। পরীক্ষা দিয়েই চাকরি পেয়েছেন। এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভায় কর্মরত গ্রুপ ডি কর্মী শ্যামপ্রসাদ দোলুই বলেন, অভিযোগ সবাই করতে পারে, তারা প্রমাণ বের করুক। আমরা সরকারি নিয়ম মেনে পরীক্ষা দিয়েছি, পাশ করেছি। অন্যদিকে তৃণমূল নেতা তথা আরামবাগ পুরসভার কর্মী ভোলানাথ ঘোষ বলেন, কে কি আরামবাগে এসে বলে গেল সেটা নিয়ে আমরা ভাবছি না। আমরা সকলে পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ম নীতি মেনে যেভাবে চাকরি হয় সেভাবেই পেয়েছি। প্রথমে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, আমরা দরখাস্ত করেছিলাম। পরীক্ষা হয়েছে, ভাইবা হয়েছে। পুরোটা নিয়ম মেনেই হয়েছে।পাশাপাশি এই দুর্নীতি নিয়ে প্রাক্তন পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী বলেন, উনি যা অভিযোগ করছেন তা একেবারেই মিথ্যা। কোনও আর্থিক দুর্নীতি হয়নি। সমস্ত কিছুই অডিট হয়েছে।

চুঁচুড়ার আজাদ হিন্দ ক্লাবের মণ্ডপে ফুটেছে ফেরিওয়ালারদের কাহিনি

বনস্পতি দে

চুঁচুড়া: দুর্গাপুজোর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। দেবীপক্ষের সূচনা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। সমস্ত পুজো কমিটিগুলি তাদের পূজা মণ্ডপ তৈরির কাজ চালাচ্ছেন জোরকদমে। চুঁচুড়ার আজাদ হিন্দ ক্লাবের দুর্গাপুজো ৭৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই বছরে তাদের পূজা মণ্ডপে আসলে কিছুটা নস্টালজিক হয়ে পড়বেন সমস্ত মানুষ। কারণ হারিয়ে যাওয়া ফেরিওয়ালারদের কাহিনি ফুটে উঠেছে মণ্ডপের মধ্যে দিয়ে।

৭৩তম বর্ষে আজাদ হিন্দ ক্লাবের নিবেদন 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা'। একটা সময় ছিল যখন ঘণ্টি বাজিয়ে বাড়ির বাইরে ফেরিওয়ালারা বিক্রি করতে আসতেন আইসক্রিম, হওয়াই

মিঠাই, ঘটিগরম আরও কত কী! কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কিছু হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যেতে বসেছে ফেরিওয়ালাদের আনাগোনা।

বড় বড় ঝাঁ চকচকে শপিং মল কিংবা অনলাইন শপিংয়ের চক্করে কাজ হারিয়েছেন অনেক ফেরিওয়ালারা। নব্বইয়ের দশক এমনকি ২০০০ সাল পর্যন্ত এদের দেখা মিললেও এখন অনেক ফেরিওয়ালারাই নিজেদের পেশা বদলে নিয়েছেন। এখন শহর অঞ্চলে তাঁদের অস্তিত্ব সঙ্কটে। তাই সমস্ত ফেরিওয়ালাদের উৎসর্গ করে মণ্ডপ নির্মাণ করছে এই বছর আজাদ হিন্দ ক্লাব।

এই বিষয়ে ক্লাবের সম্পাদক বিশাল কাহার বলেন, 'ছোটবেলার অনেকের অনেক স্মৃতি রয়েছে ফেরিওয়ালাদের নিয়ে। তাই এই বছর এই উপস্থাপনা।' তিনি আশাবাদী, তাঁদের মণ্ডপে যাঁরাই ঠাকুর দেখতে আসবেন, তাঁরা একবার হলেও তাঁদের ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করবেন। একই সঙ্গে এলাকার সমস্ত ফেরিওয়ালাদের পুজো কমিটির তরফে বিশেষ সম্মান জানানো হবে। শুধু তাই নয়, গোটা পুজোজুড়ে ফেরিওয়ালারা বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে পারবেন মণ্ডপ চত্বরে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য তুলে ধরতে সাবেকিয়ানার সন্ধানে

মান্টি বন্দ্যোপাধ্যায় ● পূর্ব বর্ধমান

অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় বর্তমান রাজ কলেজের এনএসএস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বর্ধমান টাউনহলে ২০২৩ পঞ্চম বর্ষ সাবেকিয়ানার সন্ধানে প্রতিযোগিতা। এদিনের এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের যোগদান ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খোকন দাস, বিডিএর চেয়ারম্যান কাকলি গুপ্ত তা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদর থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী, বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বনানী রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল, রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল নিরঞ্জন মণ্ডল, তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চায়না কুমারী, গলসি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সৌরবধী ভট্টাচার্য, রাজ কলেজের এনএসএস বিভাগের প্রধান ওম শংকর দুবে।

এদিনের দুপুরে এই কর্মসূচির শুরু থেকে ছিল সাবেকি ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা। তার মধ্যে ছিল খড়িমাটি দিয়ে আলপনা আঁকা, ঢাক এবং কাঁসরের তালে ধুনুচি নাচ, পোশাকের সাবেকিয়ানা এবং জুটিতে সাবেকিয়ানা। সারাদিন এই প্রতিযোগিতাগুলির বাছাই পর্ব চলে, পরে সন্ধে ছ'টা থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব। সান্ধ্য কর্মসূচির শুরুতেই ছিল এক অন্য আঙ্গিকের অতিথিবরণ।

সম্পূর্ণভাবে সাবেকি ভাবধারায় অতিথিদের বরণ করা হয়, বরণের কুলোর ওপর বরণ ডালার সামগ্রী, প্রদীপ সাজিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রথা মেনে অতিথি বরণ হয়। এছাড়াও সঙ্গে ছিল ব্যাচ, উত্তরীয়, ফুলের তোড়া এবং স্মারক। প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী এবং কর্মকর্তা ছাড়াও ভলেন্টিয়ার্সরা ছিলেন সম্পূর্ণ সাবেকি পোশাকে সজ্জিত। সঙ্গে ছিল আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভাইরাল গায়ক মিলন কুমার এবং অতি জনপ্রিয় গায়ক ইন্দ্রনীল মল্লিক, যিনি লতাজি এবং আশাজির কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মন কেড়ে নেন। এছাড়াও কচিকাঁচাদের নৃত্যের অনুষ্ঠান।

সন্ধে ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাছাই পর্বের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। সবচেয়ে বড় যে বিষয় ছিল, এই প্রতিযোগিতায় সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বক্তারা তাদের বক্তব্যে তুলে ধরেন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যে প্রাচীন ভাবধারা হারিয়ে যেতে বসেছে নতুন প্রজন্মের কাছে, সেটা এই মঞ্চে এত সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাতে আগামী দিনের প্রজন্মের কাছে এক উল্লেখ যোগ্য বার্তা বহন করে। প্রতিযোগিতার বাছাইপর্ব এবং মূল পর্বের শেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শংসাপত্র এবং মেমেন্টো ছাড়াও ছিল বিভিন্ন ধরনের নামীদামি কোম্পানির আকর্ষণীয় সকল পুরস্কার এবং গিফট হ্যাম্পার। সবে মিলে সাবেকিয়ানার সন্ধানে হয়ে উঠেছিল এক অনন্য সত্তার পরিচয়।

মণিপুর ইস্যু নিয়ে ফের একবার মোদিকে বিঁধলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: মণিপুর ইস্যু নিয়ে ফের একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধলেন রাহুল গান্ধি। দু'দিনের সফরে ভোটমুখী মিজোরামে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। সোমবার সেখানে পদযাত্রাও করেছেন। সেই পদযাত্রা থেকেই মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রাহুল।

মণিপুরের চেয়ে ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ নিয়ে বেশি আগ্রহ প্রধানমন্ত্রীর। মণিপুরে কী চলছে তার থেকেও বেশি ইজরায়েল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ভাষাতেই নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধি।

প্রসঙ্গত, আগামী ৭ নভেম্বর মিজোরামে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সে রাজ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে দুদিনের সফর সারছেন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধির কথায়, 'ইজরায়েলে কী হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত আগ্রহী। মণিপুরে কী হচ্ছে তা নিয়ে একটুও ভাবিত নয় সরকার। সরকারের এই ভূমিকা আমাকে অবাক করেছে।' রাহুলের আরও অভিযোগ, 'রাজ্য হিসেবে মণিপুরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে বিজেপি। মণিপুর আর একটা রাজ্য নেই, খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে কংগ্রেস নেতার খোঁচা, 'মণিপুরে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন। মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তবু মণিপুরে একবারও যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি প্রধানমন্ত্রী।' মোদির এই ভূমিকায় তিনি লজ্জিত বলেও দাবি করেছেন রাহুল।

রূপান্তরকামীরা ভিন্ন জাত নয়: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিতে জাতিগত জনগণনা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিহার। সম্প্রতি শীর্ষ আদালতে নীতীশ কুমারের রাজ্যের তরফে আবেদন করা হয়, রূপান্তরকামীদের আলাদা জাতিভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হোক। এই আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্টে। আদালতের তরফে জানানো হল, রূপান্তরকামীদের কোনওভাবেই আলাদা জাত হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

মামলা খারিজ করে বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ মন্তব্য করেছে, বিহার সরকারের জাতিগত জনগণনার তালিকায় রূপান্তরকামীদের জন্য একটি পৃথক কলাম রয়েছে। যার মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, মনে রাখতে হবে রূপান্তরকামী কখনই আলাদা জাত নয়। জনগণনা রিপোর্টে ৩টি কলাম রয়েছে- পুরুষ, মহিলা এবং রূপান্তরকামী। সেখানেই তথ্য পাওয়া যাবে। আদালত আরও বলে তৃতীয় লিঙ্গের যাবতীয় সুবিধা পাবেন রূপান্তরকামীরা, তবে জাত হিসেবে নয়। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ যে কোনও জাতের হতে পারে।

প্রসঙ্গত, সদ্য প্রকাশিত হয়েছে বিহারের জাতিগত জনগণনার ফলাফল। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, বিহারের জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণি সম্প্রদায়ের। তার মধ্যে ৩৬ শতাংশই অত্যধিক অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। জেনারেল কাস্টের অন্তর্গত রয়েছেন ১৫ শতাংশ জনতা। এছাড়াও তপসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ১৯ শতাংশ। এই গণনাকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের অধিকাংশ বিরোধী দল। তবে বিজেপির তরফে বারবার এই গণনার বিরোধিতা করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে গেলেন 'নিউজক্লিক'-এর সম্পাদক

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: ইউএপিএ মামলায় গ্রেপ্তারি খারিজ করেনি দিল্লি হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে এ বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন 'নিউজক্লিক'-এর সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ এবং সংস্থাটির মানবসম্পদ দপ্তরের প্রধান অমিত চক্রবর্তী। শীর্ষ আদালত প্রবীরের আইনজীবী কপিল সিব্বলকে জানিয়েছে, তারা শুনানির বিষয়ে আলোচনা করবে।

দিল্লি হাইকোর্টে প্রবীরেরা জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের আটক করার সময় দিল্লি পুলিশ লিখিত কারণ জানায়নি। এই প্রেক্ষিতে দিল্লি হাইকোর্ট জানায় ইউএপিএ মামলায় কোনও ব্যক্তিকে আটক করার সময় গ্রেপ্তারির লিখিত কারণ জানানো বাধ্যতামূলক নয়। তবে একই সঙ্গে দিল্লি পুলিশকে গ্রেপ্তারির কারণ জানানোর নির্দেশ দেয় আদালত।

আর্থিক তছরুপ এবং চিনকে সমর্থন করে ভারত-বিরোধী কিছু লেখা প্রকাশ করার অভিযোগে 'নিউজক্লিক' সংবাদ পোর্টালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল ইডি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩ অক্টোবর সকাল থেকে এই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত বহু সাংবাদিক এবং কর্মীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় দিল্লি পুলিশ।

২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাতের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: শেষ পর্যন্ত সংবেদনশীল গর্ভপাতের মামলায় ২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। দেওয়া হল না গর্ভপাতের অনুমতি। রায় ঘোষণার আগে আদালতের তরফে জানানো হল, গর্ভস্থ শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ। তার মধ্যে কোনওরকম অস্বাভাবিকতা নেই। এই অবস্থায় 'আমরা তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ করব না।'

মামলাকারী ২৬ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার আগে দুই সন্তান রয়েছে। মানসিক অবসাদ-সহ একাধিক অসুস্থতা রয়েছে তাঁর। আদালতকে তিনি জানান, তাঁর পক্ষে নতুন করে সন্তানপালন সম্ভব নয়। চিকিৎসকদেরও বক্তব্য, মাতৃত্বকালীন অবসাদে ভুগছেন মহিলা। সেই সূত্রে গর্ভপাতের আবেদন জানান তিনি। মাঝে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের ভিন্ন বেঞ্চ মহিলার আবেদন বিবেচনা করে অনুমতিও দিয়েছিল। গত মঙ্গলবার ওই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। নয়া নির্দেশের নেপথ্যে এইমস-এর মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট। সেখানে বলা হয়েছে, গর্ভস্থ শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক রয়েছে। তার জীবিত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। যার পর ক্ষোভ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, 'কোন আদালত ভ্রূণের হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেবে?' সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, 'মহিলা ২৬ সপ্তাহ ৫ দিনের অন্তঃসত্ত্বা। এখন গর্ভপাতের অনুমতি দিলে মেডিক্যাল টার্মিনেশন প্রেগন্যান্সি অ্যাক্টের ৩ ও ৫ ধারা লঙ্ঘন করা হবে। যেহেতু ভ্রূণের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু মেলেনি এবং মা-ও সুস্থ রয়েছেন।' এর পরই প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আমরা হৃৎস্পন্দন বন্ধ করব না।' উল্লেখ্য, দেশের গর্ভপাত বিষয়ক আইন অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত কোনও বিবাহিত মহিলা গর্ভপাত করাতে পারেন। তার পরে গর্ভপাত করাতে হলে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। সেই কারণেই শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। শেষ পর্যন্ত সেই দাবি খারিজ হয়ে গেল।

১৭ ঘণ্টার ব্যবধানে আবার ভূমিকম্প উত্তর ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর: রবিবার বিকেলেই ভূমিকম্পে কেঁপেছিল রাজধানী দিল্লি। তার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। এর মধ্যেই আবার কম্পন অনুভূত হল উত্তর ভারতে। এ বার কম্পনস্থল উত্তরাখণ্ড। সোমবার সকালে এই পাহাড়ি রাজ্যটিতে মৃদু কম্পন হয়েছে। রিখটার স্কেলে উত্তরাখণ্ডে হওয়া কম্পনের মাত্রা ছিল ৪। সোমবার সকাল ৮টা ১১ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প হয়। জাতীয় ভূকম্পনকেন্দ্র তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল পিথোরাগড় শহর থেকে ৪৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। কম্পন হয়েছে মাটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীরে।

রবিবার বিকেল ৪টে ৮ মিনিটে ভূমিকম্প হয় দিল্লি এবং হরিয়ানায়। রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.১। কম্পনের উৎসস্থল হরিয়ানার ফরিদাবাদের ৯ কিলোমিটার পূর্বে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এই নিয়ে ১৭ ঘণ্টার ব্যবধানে উত্তর ভারতে পর পর দু'বার ভূমিকম্প হল। অবশ্য কম্পনের তীব্রতা বেশি না হওয়ায় কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

এর আগে গত ৩ অক্টোবর দিল্লিতে আরও এক বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। সে বার কম্পনের উৎসস্থল ছিল নেপাল। পর পর চার বার জোরালো ভাবে কেঁপে উঠেছিল নেপালের মাটি। যার প্রভাব পড়েছিল দিল্লি, এনসিআরের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের লখনউ, হাপুর, আমরোহাতে। কম্পন অনুভূত হয়েছিল উত্তরাখণ্ডের কিছু কিছু অংশে, চণ্ডীগড়, জয়পুরেও। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৪.৬, ৬.২, ৩.৮ এবং ৩.১।

ফের ইউক্রেনে মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালাল রুশ ফৌজ

গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী ওডেসায় ভয়াবহ হামলা চালিয়েছিল রাশিয়া। ব্যবহার করা হয়েছিল ৪৪টি শাহেদ ড্রোন। যার মধ্যে ৩৪টি ড্রোনই ধ্বংস করে দেয় ইউক্রেনীয় সেনা।

মধ্যপ্রাচ্যে হামাস বনাম ইজরায়েলের লড়াই দশম দিনে পা রেখেছে। সেখানে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেড় বছর পেরিয়ে গিয়েছে। রণক্ষেত্রের ছবি বদলে মস্কোকে পাল্টা মার দিয়ে হারানো জমি ফিরে পাওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে কিয়েভ।

কিয়েভ, ১৬ অক্টোবর: একদিকে চলছে মধ্যপ্রাচ্যের রক্তক্ষয়ী লড়াই। অন্যদিকে জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তীব্র সংঘাত। রবিবার গোটা রাত ধরে ইউক্রেনে মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালাল রুশ ফৌজ। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে এখনও দু'দেশের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধের উত্তেজনা।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, সোমবার ইউক্রেনের বায়ুসেনার তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার সারারাত ধরে ৫টি মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে। যার মধ্যে ইউক্রেনের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে দুটিকে মাঝআকাশে ধ্বংস করা হয়। এছাড়াও ১২টি কামিকাজে ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। যদিও রুশদের অঞ্চলে ১১টি ড্রোনকে গুলি করে নামানো হয়।

রুশ হামলার পর ইউক্রেনের পূর্ব অঞ্চল পোলতাভারের গভর্নর ফিলিপ প্রোনিন সোশাল মাধ্যম টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, এই অঞ্চলে মিসাইল ও ড্রোন হামলায় তিনজন স্থানীয় বাসিন্দা আহত হয়েছেন। হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তিনি আরও বলেন, ভাগ্যবশত কোনও বাসিন্দা প্রাণ হারাননি। বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। এই আক্রমণে কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বলে রাখা ভালো, আর যুদ্ধের ময়দানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে আমেরিকা। যা এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, জেলেনস্কিবাহিনীকে চাপে ফেলতে উত্তর কোরিয়া ও চিনের মতো দেশের থেকে শক্তিশালী সামরিক সাহায্য নেওয়ার তৎপর হয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। ফলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের ঝাঁজ কমার বদলে বেড়েই চলেছে।

গাজা দখল হবে ইজরায়েলের 'বড় ভুল': বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর: গাজা ছেড়ে যেতে ফিলিস্তিনিদেরকে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার পর পরই স্থল, আকাশ ও সমুদ্র - তিন পথেই ব্যাপক আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে ইজরায়েল। এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রবিবার গাজা উপত্যকা দখলের বিরুদ্ধে ইজরায়েলকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, গাজা অধিগ্রহণ ইজরায়েলের জন্য একটি 'বড় ভুল' হবে।

এক সাক্ষাৎকারে, জো বাইডেন বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য খাদ্য, জল এবং গ্যাসের ঘাটতি দূর করতে কাজ করছে। তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে, হামাসের চরমপন্থী উপাদানগুলি সমস্ত প্যালেস্তাইনিদের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি মনে করি যে, ইজরায়েলের জন্য আবার গাজা দখল করা একটি ভুল হবে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো চরমপন্থীদের ধ্বংস করে দেওয়া প্রয়োজন।

সেইসঙ্গে গাজার মানুষদের ছেড়ে যাওয়ার জন্য একটি মানবিক করিডোর তৈরি করতে এবং ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমর্থন করেছেন বাইডেন। তবে ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে আকস্মিক হামলা চালানো হামাসকে নির্মূল করা দরকার বলে স্পষ্ট জানান বাইডেন।

হামাসের বিষয়ে কোনও ছাড়নীতিতে যেতে রাজি নয় আমেরিকা। সাক্ষাৎকারে সেই ইঙ্গিত দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, হামাস প্যালেস্তিনীয় জনগণের সবার প্রতিনিধিত্ব করে না। আমরা হামাসকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চাই। আমি নিশ্চিত যে, ইজরায়েল যুদ্ধের নিয়ম মেনেই সেই কাজ করবে। তবে এক্ষেত্রে ইজরায়েলে মার্কিন সেনা মোতায়েনের প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেছেন বাইডেন।

এদিকে ইতিমধ্যেই, উত্তর গাজার ইজরায়েলি সীমানার কাছে বিপুল সংখ্যক সৈন্য জড়ো হয়েছে। গাজাকে ঘিরে রয়েছে শত শত ইজরায়েলি সাঁজোয়া যান ও ভারী সামরিক সরঞ্জাম। এছাড়া গাজার আকাশে উড়ছে ইজরায়েলের নজরদারি ড্রোন।

শনিবার রাতে ইজরায়েলি বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, 'বিস্তৃত পরিসরের' গাজায় অভিযান চালানো হবে। তবে কবে, কখন এটি শুরু হবে সেটি নিশ্চিত করেনি দখলদারদের সেনা। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হেরজি হালেভি রবিবার জানান, খুব শিগগিরই গাজায় প্রবেশ করবে তাদের সেনারা এবং গাজায় গিয়ে হামাসকে ধ্বংস করবে তারা।

Somaspur-I Gram Panchayat
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2023_ZPHD_593850_1	06-11-2023, 10:00AM
2023_ZPHD_593850_2	06-11-2023, 10:00AM
2023_ZPHD_593850_3	06-11-2023, 10:00AM

For details visit website https://wbtenders.gov.in. for any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/- Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE MAHALANDI-I GRAM PANCHAYAT
KANDI DEV. BLOCK MURSHIDABAD
N.I.T NO:-06/MHND-I.G.P/2023-24
Dated:-12/10/2023
Last date of dropping:-31/10/2023 (10:30AM)
Date of opening:- 02/11/2023 (11AM)
Details see: -www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Mahalandi-I GP

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender & Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. Tender details given below:
NIT No.: 596/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 597/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 598/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 599/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 600/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 601/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 602/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 605/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 606/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 607/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 608/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
Last Date of Bid Submission: 03/11/2023 up to 17:55 Hrs.
NIT No.: 609/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 610/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
Last Date of Bid Submission: 04/11/2023 up to 11:00 Hrs. For details log on https://wbtenders.gov.in
NIT No.: 591/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 592/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 593/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 594/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 595/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 603/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
NIT No.: 604/MOG-I/23, Date: 16.10.2023
Last Date of Bid Submission: 03/11/2023 up to 14:30 Hrs. For details follow the Notice Board of Gram Panchayat Office.
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No. 09/2023-24
Memo No. 2664/GM Dated : 16.10.2023
1st Call for N.I.e-T. 09/2023-24 is invited by this Municipal Authority for two development work in different wards under Guskara Municipality. Last Date of Submission e-tender is 03.11.2023 up to 12.00 P.M. for details visit www.wbtenders.gov.in, http://www.guskaramunicipality.co.in
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

Howrah Municipal Corporation
Borough-III
50, Panchanantala Road, Howrah - 711101
Ph: 033-2640-4049/6292299603
Tender Notice
NIT No.: TN/005/AE/B-III/23-24, Date: 16.10.2023
For details of N.I.T. please refer to notice board of Borough-III & also H.M.C. website i.e. www.myhmc.in & www.wbtenders.gov.in Bid Submission Starting Date: 16.10.2023 at 06:00 PM (Online). Bid Submission Closing Date: 27.10.2023 at 06:00 PM (Online).
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-III, H.M.C.

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System Following Tender (NIT) No 456/MM/PWD/NIeT/2023-24 Dated: 16-10-2023 The last date for online submission of tender is 04-12- 2023 (Monday) up to 14:00 Hours.
For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
CORRIGENDUM
2nd Call 1st Corrigendum
Memo No. 1290/PW/Eng/2023 dated 16.10.2023
It is notified that the intending Tenderer/ Bidder will read the following in connection with E-Tender Notice No. 201/PW/Eng/2023 dated 26.09.2023 for Sl. No. 08. 1) Closing date and time of download of Tender Documents (online) 30.10.2023 instead of 13.10.2023. 2) Closing date and time of Bid Submission (Technical and Financial) 30.10.2023 instead of 13.10.2023. 3) Date and time of Opening of Technical Proposal (Online) 01.11.2023 instead of 16.10.2023. 4) Date of opening of Financial Proposal (online) will be notified later on. All other terms & conditions will remain same.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক ই-টেন্ডার নোটিশ

ক্র.নং	কাজের নাম	এনআইটি নং এবং তারিখ
১.	[illegible]	WB-HMC/TN/ED/S&D/19/2023-2024 তারিখ - ১৬.১০.২০২৩

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
স্বাস্থ্য বিভাগ
টেন্ডার নোটিশ নং : WB-HMC/TN/ED/HLTH/303/2023-24 তারিখ : ১২.১০.২০২৩
টেন্ডার আইডি : 2023_MAD_591811_1
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE
E Tender is invited through on-line Bid System vide NIeT No: - 06/Ghoshpara GP/2023-24 With Vide Memo No. 269/GGP/2023-24, Dated: - 13-10-2023, The Last date for on-line submission of tender is 06/11/2023 Upto 02.00 P.M. For details please visit website:- http://wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE
E Tender is invited through on-line Bid System vide NIeT No: - 02/Raipur GP/2023-24 & 03/ Raipur GP/2023-24 With Vide Memo No. 767/RGP/ 15TH FC (Tied) /2023-24 & 768/ RGP/ 15TH FC(Untied) /2023-24, Dated: - 11-10-2023, The Last date for online submission of tender is 02/11/2023 Upto 01.00 P.M. For details please visit website:- http:// wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/খড়্গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ... www.ireps.gov.in ... (PR-712)

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-114 to 124/23-24 Dat3ed- 13-10-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Bankura, Burdwan, North 24 Parganas, Siliguri and Malda District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- 17-10-2023 after 9.00 am. Bid submission end date- 17-11-2023 before 5.30 pm as per NIeT.
Dater: 16.10.2023 Sd/- Executive Engiueer

e-Tender Notice
Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Cement Concrete Road & Sidewall in Ward No-10, Surface Drain in Ward No-10, Repairing Leakage in existing choked Pipe Line in 100mm & 150mm dia. In different Wards 01 to 05, 06 to 11, 12 to 16, 17 to 21 (Except Ward No-10), Road Repairing in Ward No-17 and Construction of Municipal Car Parking Shed for SWM Vehicle at the Proposed Municipality Land beside Durgapur Express way in Ward No-12 under Dankuni Municipality for E-N.I.T. No.: WBMAD/DKM/CP/e-NIT-127, 128, 129, 130, 131 & 132/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-133/2023-24 (2nd Call) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-134/2023-24. Bid Submission Closing Date (Online): 02.11.2023. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-Tender.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist- Murshidabad
Date Corrigendum
E-Tender Notice No :- 04/CGP/2023-24 , 05/CGP/2023-24 & 06/CGP/2023-24
Date: 06/10/2023
Tender Id- 2023_ZPHD_588131_1, 2023_ZPHD_588131_2 & 2023_ZPHD_588256_1 to 2023_ZPHD_588256_10 & 2023_ZPHD_588472_1, 2023_ZPHD_588472_2
The above noted N.I.T has been revised as follows:-

Description	Old Date & Time	New Date & Time
Last date and time for submission of e-tender	16/10/2023 up to 5.00 (As per server clock)	Upto 02/11/2023 Up to 5.00 P.M. (as per server clock)
Date of opening of Tender	A) Technical bids : Date-30/10/2023 After 11.00 am (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on.	A) Technical bids : Date-06/11/2023 After 11.00 A.M (as per server clock) B) Financial bids: To be announced later on.

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
Sd/- Prodhan
Choa Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
স্থানীয় ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারীদের এমপ্যানেলমেন্ট
নং. এমআরটিএস/মেড/এলপি/ইওআই/নোটিস/২০২৩/০২ তারিখঃ ১৩.১০.২০২৩
তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার জন্য ওষুধ, সার্জিক্যাল আইটেম এবং চিকিৎসা সামগ্রীর স্থানীয় ক্রয়ের জন্য সরবরাহকারীদের একটি প্যানেল তৈরী করতে কলকাতার নামী সরবরাহকারীদের থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী সরবরাহকারীদের হাসপাতাল থেকে ২৫ কিমি-র মধ্যে নিজেদের শপ/প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে এবং এমআরপি-র উপর যুক্তিসংগত ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করতে হবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট http://www.mtp.indianrailways.gov.in (About Us > Department > Medical > Local Purchase)-তে পাওয়া যাবে। প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফিসার, তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মেট্রো রেলওয়ে, ২৮/৫৫, এম.এন.সেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪০-এর অফিসে ০১.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটে অথবা তার আগে আবেদন জমা করতে হবে।
প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল অফিসার
তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

‘মানকাডিং’ না করে পেরেরাকে সতর্ক করলেন স্টার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন-স্ট্রাইক প্রান্তে রানআউট (মানকাডিং) না করে শ্রীলঙ্কা ব্যাটসম্যান কুশল পেরেরাকে দুবার সতর্ক করেছেন অস্ট্রেলিয়া ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্ক। বিশ্বকাপে লক্ষ্ণৌতে গ্রুপ পর্বের আজকের ম্যাচের ঘটনা এটি।

আগে ব্যাটিং করা শ্রীলঙ্কার ইনিংসের প্রথম ওভারেই ঘটে প্রথম ঘটনাটি। চতুর্থ বল করার আগে বোলিং স্ট্রাইকে গিয়ে ডেলিভারি না করেই থেমে যান স্টার্ক। সে সময়ই ক্রিজের বাইরে যাওয়া পেরেরাকে বেশ উচ্চ স্বরেই সতর্ক করেছেন বলে মনে হয়েছে। পরের ঘটনাটি পঞ্চম ওভারে। এ ক্ষেত্রেও ব্যাটসম্যান ছিলেন পেরেরাই। অবশ্য পরেরবার স্টার্ক যখন থেমে যান, তখনো ক্রিজের ভেতরেই ছিল পেরেরার ব্যাট।

শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের দারুণ এক ডেলিভারিতে থামে পেরেরার ৮২ বলে ৭৮ রানের ইনিংস।

‘মানকাডিং’ নামে পরিচিত এ রানআউট ক্রিকেটে বেশ বিতর্কিতই। আইন অনুযায়ী, এ আউটে কোনো বাধা না থাকলেও বরাবরই বিতর্ক তৈরি করে আসছে এটি। অবশ্য এর আগেও ব্যাটসম্যানদের এমন আউট না করে সতর্ক করার ঘটনা আছে স্টার্কের।

গত বছর দুবার এমন করেছিলেন স্টার্ক। প্রথমবার টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলারকে এমন সতর্ক করেন স্টার্ক। অবশ্য বাটলার বলেছিলেন, তিনি ক্রিজ ছেড়ে আগেভাগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন বলে মনে করেন না।

জিততে না পারলে অন্তত লড়ো, পাকিস্তানের হারের পর রমিজ রাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মর্যাদার লড়াইয়ে এত বড় হার! পাকিস্তানের দেওয়া ১৯২ রানের লক্ষ্য কাল ১১৭ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে টপকে গেছে ভারত। এমন হারের পর বাবর আজমের দলের ওপর স্বাভাবিকভাবেই বেজায় চটেছেন ওয়াসিম আকরাম, শোয়েব আখতার, শোয়েব মালিকদের মতো পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা। ক্ষুব্ধ রমিজ রাজাও।

২ উইকেটে ১৫৫ থেকে ১৯১ রানে অলআউট; আহমেদাবাদে মাত্র ৩৬ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়েছে পাকিস্তান। বিশ্বকাপে আর কখনোই এত কম রানে এত বেশি উইকেট হারায়নি তারা। বাবরের দলের এমন ব্যাটিং বিপর্যয়কে কাল খামখেয়ালি বলেছিলেন পিসিবির সাবেক চেয়ারম্যান রমিজ। আর আজ এই হারকে বলেছেন বড় আঘাত।

আইসিসি রিভিউ পডকাস্টে পাকিস্তানের ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রমিজ বলেছেন, ‘এই হারে (কলঙ্কের) দাগ লেগে গেছে, এটা ছিল বেধড়ক মার, অনেক বড় আঘাত। ওরা তিন বিভাগের কোনোটিতেও দাঁড়াতে পারেনি। হারটা ওদের যন্ত্রণা দেবে।’

ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারত, পাকিস্তান ম্যাচ ক্রিকেট ইতিহাসে একপেশে লড়াই হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। শুরুটা হয়েছিল রমিজ রাজার সময়েই, ১৯৯২ সালে। সর্বশেষটা কাল বাবরদের বিপক্ষে। সব মিলিয়ে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে মুখোমুখি আট ম্যাচের আটটিতেই জিতেছে ভারত। তবে রমিজের পাকিস্তান লড়াই করে ভারতের কাছে হেরেছিল। কাল সেটার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। এ নিয়ে বেশি আক্ষেপ তাঁর, ‘জিততে না পারলে অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো।’

বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে এই ‘অনাহূত ধারা’র অবসান ঘটাতে পাকিস্তানকে একটা উপায় বের করতে হবে বলে মনে করেন রমিজ, ‘এটাই বাস্তবতা এবং এটা থেকে বেরোতে হলে পাকিস্তানকে কিছু একটা করতে হবে। ভারতের বিপক্ষে তচোকারদ তকমা লেগে যাওয়া ভালো ব্যাপার নয়। এটা একধরনের মানসিক অচলাবস্থা, দক্ষতার ক্ষেত্রেও তাই।’

২০২৮ অলিম্পিকে ফিরল ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোয়া শ বছর পর আবারও ক্রিকেট ফিরল অলিম্পিকে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করেছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)। আজ মুম্বাইয়ে আইওসির অধিবেশনে এ কথা জানান আইওসি প্রেসিডেন্ট থমাস বাখ।

‘গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ’ নামে পরিচিত অলিম্পিকে ক্রিকেট ছিল ১৯০০ সালে। এবার ক্রিকেটের সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে যুক্ত হয়েছে আরও চারটি খেলা। এগুলো হচ্ছে বেসবল বা সফটবল, ফ্ল্যাগ ফুটবল, স্কোয়াশ এবং লাকরোস।

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের প্রধান কেসি ওয়াসারমান ক্রিকেটে ছয় দলের ইভেন্টের প্রস্তাব করেছেন। নারী এবং পুরুষ দুই বিভাগেই খেলা হবে। তবে কতটি দল অংশ নেবে বা কীভাবে দলগুলো ঠিক হবে, তা চূড়ান্ত হয়নি।

গত সপ্তাহেই আইওসির পক্ষ থেকে ক্রিকেটসহ নতুন পাঁচটি খেলা লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এ নিয়ে সর্বশেষ ধাপ ছিল সদস্য দেশগুলোর ভোটাভুটি। ভোটের মাধ্যমে খেলাগুলোকে অলিম্পিকের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

গত ফেব্রুয়ারিতে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের চূড়ান্ত করা ২৮টি খেলার মধ্যে ক্রিকেট ছিল না। তবে জুলাইয়ে অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্তির জন্য আরও নয়টি খেলার সংক্ষিপ্ত তালিকা করে আয়োজক কমিটি। সেখানে ক্রিকেট ছিল। তালিকাটা পরে পাঁচে নামানো হয়।

অলিম্পিকে কোন সংস্করণে ও কয়টি দল নিয়ে হবে ক্রিকেট, সেই ব্যাপারে এর আগেই নিজেদের প্রস্তাব আয়োজকদের জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের এখন ‘প্রতিটি ম্যাচই ফাইনাল’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছিলেন, এবারের বিশ্বকাপ জিতবে ইংল্যান্ড। জস বাটলারের দলের হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি দেখার কথা না বললেও তাদের ফাইনালে রেখেছেন আরও অনেক সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষক।

সেই ইংল্যান্ডই এখন লিগ পর্বের তিন ভাগের এক ভাগ ম্যাচ শেষে কিছুটা নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়িয়ে। নিউজিল্যান্ডের পর আফগানিস্তানের কাছেও হেরেছেন বাটলাররা, জয় শুধু বাংলাদেশের বিপক্ষে। টুর্নামেন্টের ১৩ ম্যাচ শেষে যে পয়েন্ট তালিকা, ইংল্যান্ডের অবস্থান সেখানে পঞ্চম। রানরেট -০.০৮৪। যে দাপুটে ক্রিকেট খেলে এউইন মরগানের দল ২০১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল, যে ধারা দলটি চার বছরেও ধরে রেখেছিল, সেটির ছাপ দেখা গেছে খুব কমই। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন তাই দুশ্চিন্তাই প্রকাশ করলেন ইংল্যান্ডকে নিয়ে। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বীরেন্দর শেবাগও এই ইংল্যান্ড দলের সাফল্যময় পথচলায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কথাবার্তার যোগফল, ইংল্যান্ডের এখন দুশ্চিন্তা করার সময়।

রোববার দিল্লিতে আফগানিস্তানের কাছে ইংল্যান্ডের ৬৯ রানে হারের পর মেইল অনলাইনে একটি কলাম লিখেছেন নাসের। বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দেওয়া এই সাবেক ক্রিকেটার বাটলারের দলকে সামনের প্রতিটি ম্যাচ ‘ফাইনালে’র মতো করে নিতে বলেছেন, ‘বাটলারের দলের জন্য আর নড়াচড়ার করার সুযোগ নেই। শিরোপা ধরে রাখতে হলে তাদের এখন প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে। এ জন্য প্রতিটি ম্যাচে সেরা একাদশ খেলাতে হবে, ফর্মে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচটি দিয়ে শুরু করতে হবে তবিশ্বকাপ ফাইনালদ। এর অর্থ হচ্ছে, বেন স্টোকস ফিট থাকলে তাঁকে একাদশে ফেরাতে হবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, ইংল্যান্ড এটা ভাববে না যে এটা তো শুধু আফগানিস্তান ম্যাচ।’

স্টোকসকে খেলালে একাদশ থেকে হ্যারি ব্রুককে বাদ দিতে হয়। তবে নাসেরের মতে, আফগানদের বিপক্ষে ৬৬ রান করা ব্রুক এবং স্টোকস দুজনকেই একসঙ্গে খেলানো উচিত। এর বদলে একজন বোলার কমিয়ে ফেলতে হবে। আর সেই বোলারটি হবেন ক্রিস ওকস, যিনি তিন ম্যাচে ৭.৫০ রান ইকোনমিতে মাত্র ২ উইকেট নিতে পেরেছেন, ‘ওকস একদমই ছন্দে নেই। তিন ম্যাচেই সেটা দেখা গেছে। তাকে এখন একাদশের বাইরে রাখতে হবে। এখন কোনো প্রকারের আবেগ বা আনুগত্য দেখানোর সময় নয়।’

নাসের লিখেছেন, বিশ্বকাপের আগেই তিনি আফগানিস্তান অঘটন ঘটাতে পারে বলেছিলেন। তবে সেটা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হবে, তা ভাবেননি। সাবেক এই অধিনায়কের মতে, উপমহাদেশের উইকেটে ইংল্যান্ডকে ‘নড়বড়ে’ লাগছে।

লিগ পর্বের বিশ্বকাপে প্রতিটি দল খেলবে নয়টি করে ম্যাচ। তিন ম্যাচ খেলার অর্থ তিন ভাগের এক ভাগ শেষ। বাটলারদের প্রথম তিনটি ম্যাচ দেখে অস্ট্রেলিয়ার মতোই মনে হচ্ছে শেবাগের। ভারতের বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ওপেনার আফগানদের কাছে ইংল্যান্ডের হারের পর টুইটে লিখেছেন, ‘ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়াকে মনে হচ্ছে, সেরা চারে থাকতে সংগ্রাম করছে।’

ইংল্যান্ডের পরের ম্যাচ শনিবার, মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

রশিদদের জয় বিপদগ্রস্ত আফগানদের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের ইতিহাসে অন্যতম সেরা অঘটন? অনেকের সেটাই দাবি। গতকাল দিল্লিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ৬৯ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। জয়টা আফগানদের জন্য নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়।

তবে সময়টা তাঁদের ভালো যাচ্ছে না। কয়েকটি ভূমিকম্পে আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশ তুমুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছে হাজারো মানুষ, অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয় আফগানদের এই দুঃখ-কষ্ট কিছুটা হলেও উপশম করবে বলে আশা করেছেন আফগানিস্তানের তারকা লেগ স্পিনার রশিদ খান।

আফগানিস্তানের মানুষের ক্রান্তিকালীন সময়ে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন রশিদ খান। ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা দখলের পর ইংল্যান্ড থেকে শান্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন রশিদ খান। আর হেরাতে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর বলেছিলেন, বিশ্বকাপের ম্যাচ ফি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দেবেন। ইংল্যান্ডকে হারানোর পর জন্মভূমি আফগানিস্তানে বড় উদ্‌যাপনই আশা করছেন রশিদ খান।

ম্যাচ শেষে স্টার স্পোর্টসকে বলেছেন, ‘দেশে বড় উদ্‌যাপনই হবে। আমরা তো এমন জয় খুব বেশি পাইনি। আর উদ্‌যাপন করার মতো পরিস্থিতিতেও নেই আফগানিস্তানের মানুষ। ক্রিকেট তাঁদের অনেক সুখের উৎস। আমরা অনেক ম্যাচ হেরেছি, তবু তাঁদের কাছ থেকে যতটা সমর্থন পাই...আমরা এই পর্যায়ে (বিশ্বকাপ) খেলতে পারায়ও তাঁরা রোমাঞ্চিত।’

রশিদ এরপর বলেছেন, ‘ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়টা অনেক বড়। দেশের মানুষ নিশ্চয়ই গর্বিত। কিছুদিন আগে হেরাতে ভূমিকম্প হয়েছে, যেখানে অনেক মানুষ মারা গেছেন। ৩ হাজারের বেশি। প্রায় ২ হাজার মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এই জয় হয়তো তাঁদের মুখে একটু হলেও হাসি ফোটাবে। কষ্টের দিনগুলো ভুলতে সাহায্য করবে।’

আফগানিস্তানের জয়ে রশিদ ব্যাটে-বলে নিজেও দারুণ ভূমিকা রেখেছেন। দলের ২৮৪ রানের পুঁজিতে আটে নেমে রশিদের অবদান ২২ বলে ২৩। পরে ইংল্যান্ডকে ২১৫ রানে অলআউট করার পথে বল হাতে নিয়েছেন ৩৭ রানে ৩ উইকেট। তবে বোলিংয়ের চেয়ে ব্যাটিংয়ে ২৩ রানকেই বড় করে দেখছেন রশিদ, ‘৩ উইকেটের চেয়ে ২৩ রানই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে মার্ক উডকে কাভার ড্রাইভ মারার পর খুব ভালো লেগেছে।’

লিটনের সাংবাদিক বের করে দেওয়ার ঘটনা দেশের জন্য ‘লজ্জাজনক’, বিসিবি ‘দুঃখিত’

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে মাঠের পারফরম্যান্সটা এখন পর্যন্ত তেমন সুবিধার নয় বাংলাদেশের, তিন ম্যাচের দুটিতেই হেরেছে সাকিব আল হাসানের দল। এর মধ্যে গতকাল মাঠের বাইরেও তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান লিটন দাস টিম হোটেল থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের মাধ্যমে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের বের করে দিয়েছেন, এমন অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর গতকাল থেকেই সমালোচনার মুখে ছিলেন লিটন।

এরপর আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে সে ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন লিটন। এবার বিসিবির পক্ষ থেকেও লিটনের এমন আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। পুনেতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এ ঘটনায় দুঃখিত। পাশাপাশি ঘটনাটি দেশের জন্যও লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন খালেদ মাহমুদ। যদিও এটি লিটন ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি বলে মনে করেন তিনি।

লিটনের এমন আচরণে বিসিবি উদ্বিগ্ন কি না, জানতে চাইলে মাহমুদ বলেছেন, ‘অবশ্যই বিসিবি বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমার ধারণা লিটন এরই মধ্যে তার ফেসবুকে পেজে দুঃখ প্রকাশ করেছে। সে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করেনি। হয়ত আপনাদের বের করে দেওয়ার কথাটাও সে বলেই নাই। সে হয়তো অস্বস্তি বোধ করছিল। আমি যেহেতু ছিলাম না, তাই সঠিক উত্তরটা দিতে পারব না। তবে ও যেটা বলেছে, সে অস্বস্তি বোধ করছিল। সেটাই সে নিরাপত্তারক্ষীদের জানিয়েছে। এখন নিরাপত্তারক্ষীরা আপনাদের কীভাবে জানিয়েছে, সেটা আমি জানি না।’

লিটনের এ ঘটনা দেশের জন্য লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করে মাহমুদ বলেছেন, ‘আমি আবার বলছি, কোনো কিছুই ইচ্ছাকৃত ছিল না। আমরা সব সময় ভাবি যে আপনারা কষ্ট করে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। এটা আমাদের দেশের জন্যও লজ্জাজনক ব্যাপার, যদি আমাদের মিডিয়াকে এখান থেকে সরে যেতে বলা হয়। এটা আমাদের জন্যও ঠিক না। আমরা সব সময় আপনাদের ছবি তোলার জন্য, ভিডিও করার জন্য উৎসাহ দিই।’

বিশ্বকাপে খেলোয়াড়দের সংবাদমাধ্যম থেকে দূরে রাখার কারণও এ সময় ব্যাখ্যা করে মাহমুদ, ‘এবার আমরা একটা দূরত্ব রেখেছি, শুধু ম্যাচের আগের দিন আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছি। আমরা চাই যে খেলোয়াড়েরা মানসিকভাবে একটু দূরে থাকুক, ক্রিকেটের সঙ্গে থাকুক। ক্রিকেট নিয়ে চিন্তা করুক। তারপরও আমরা দুঃখিত। আমরা সবাই ভেবেছি, লিটন এটা কীভাবে বলল! আমি আজ সকালেও লিটনের সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলেছে, তআমি কোনোভাবেই কাউকে ছোট করতে চাইনি। এটা আমার ভুল হয়েছে। আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম বলেই বলেছি।দ’

লিটনকে এ রূপে আগে কখনো দেখেননি বলেও জানিয়েছেন মাহমুদ, ‘বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড় এর আগে কখনো এমনটা করেনি। লিটনকেও আমি কখনো উদ্ধত দেখিনি। এখন সে সময় কী হয়েছিল ওর, সেটা আমি জানি না। এখন আমি যেটা বলেছি, সেটা ওর সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে তার ভিত্তিতে বলেছি।’

অবশ্য লিটনের এমন আচরণের পেছনে তাঁর সাম্প্রতিক ব্যর্থতাও কারণ হিসেবে থাকতে পারে বলে মনে করেন মাহমুদ। বিসিবির পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘যেটা হয়, কোনো দল হারলে অনেক সময় নেগেটিভিটি কাজ করে। নিজেদের গুটিয়ে রাখতে চায়। আমরা চেষ্টা করছি একসঙ্গে বাইরে গিয়ে ডিনার করার এবং সবকিছু করার। তবে দিন শেষে শারীরিক চাপের চেয়েও মানসিক চাপটা অনেক বেশি। রান করতে পারছে না সেটা সমস্যা তৈরি করছে। ওই সব কারণে কিছু হয়েছে কি না, জানি না। কিন্তু আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এবং বিসিবির পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা চাই আপনারা বিষয়টাকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে বাকি ৬ ম্যাচেও সমর্থন করবেন, যাতে ইনশা আল্লাহ আমরা ভালো করতে পারি।’

ইউরোতেও কি ‘দর্শক’ হলান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: সময়ের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার হলেও গত বছর ফিফা বিশ্বকাপে দর্শক হয়ে থাকতে হয়েছিল আর্লিং হলান্ডকে। এবার দর্শক হয়ে থাকতে হতে পারে ২০২৪ ইউরোতেও। হলান্ডের দল নরওয়ে বাছাইপর্বে সরাসরি ইউরোতে খেলার টিকিট কাটতে পারেনি।

নরওয়ের ইউরো খেলার স্বপ্নে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি লেগেছে গত রাতে অসলোতে অনুষ্ঠিত স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচে। ৪৯তম মিনিটে গাভির দেওয়া একমাত্র গোলে ১, ০,তে জিতেছে স্পেন। এই জয়ে ‘এ’ গ্রুপ থেকে ইউরো’২৪ নিশ্চিত করেছে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। স্পেনের পাশাপাশি ইউরোর চূড়ান্ত পর্বের টিকিট কেটেছে স্কটল্যান্ডও। ৬ ম্যাচ খেলে স্পেন, স্কটল্যান্ড দুই দলের পয়েন্টই ১৫ করে। আর এক ম্যাচ বেশি খেলে নরওয়ের পয়েন্ট ১০। অর্থ্যাৎ, শেষ ম্যাচ জিতলেও স্পেন, স্কটল্যান্ডকে স্পর্শ করার সুযোগ নেই হলান্ডদের।

ফিফ র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৩ নম্বরে থাকা নরওয়ের জন্য ইউরো খেলার সম্ভাবনা অবশ্য পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। আগামী বছর জার্মানিতে হতে যাওয়া আসরে ৩টি জায়গা রাখা হয়েছে প্লে,অফের জন্য। প্লে, অফে খেলবে উয়েফা নেশনস লিগের প্রতিটি লিগের (এ, বি ও সি) সেরা চারটি দল, যারা সরাসরি ইউরোর টিকিট কাটতে পারেনি। তবে সেই প্লে,অফে নরওয়ের জায়গা হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। লিগ ‘বি’তে নরওয়ের অবস্থান এখন ৮ নম্বরে। প্রতিটি লিগ থেকে সুযোগ পাবে চারটি দল।

নরওয়ের ওপরে থাকা দলগুলোর মধ্যে ইসরায়েল, ফিনল্যান্ড ও বসনিয়া, হার্জেগোভিনা প্লে,অফ খেলা নিশ্চিত করেছে। বাকিদের মধ্যে স্কটল্যান্ড ইউরোয় চলে গেছে, সার্বিয়া ইউরো বাছাইয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে থাকায় তাদেরও সরাসরি চলে যাওয়ার সুযোগ আছে। আর বাকি থাকা ইউক্রেন ও আইসল্যান্ডের প্লে,অফের সুযোগ নেই। নরওয়েকে প্লে,অফে খেলতে হলে সার্বিয়াকে অবশ্যই বাছাই থেকে সরাসরি ইউরোর টিকিট কাটতে হবে। তবেই সুযোগ মিলবে হলান্ডদের। এরপর ১২ দলের সেই প্লে, অফে চার দলের তিন গ্রুপের সেরা দলটি পাবে জার্মানির টিকিট।

এই মুহূর্তে নরওয়ের জন্য পথটা বেশ জটিল। যে কারণে হলান্ডের ইউরো খেলা নিয়ে সংশয়ে অনেকেই। নরওয়ে বড় টুর্নামেন্টে সর্বশেষ খেলেছিল ২০০০ ইউরোয়। এরপর প্রায় দুই যুগের মধ্যে ইউরো, বিশ্বকাপ; কোনোটিতেই জায়গা করতে পারেনি দলটি।

২০২৪ ইউরোতেও যদি অনুপস্থিতির ধারা বজায় থাকে, তবে হলান্ডের ক্যারিয়ারে তা বড় অপূর্ণতাই নিয়ে আসবে। গত বছর ম্যানচেস্টার সিটির ট্রেবল জেতার পথে রেকর্ড ৫২ গোল করেছিলেন এই স্ট্রাইকার। জিতেছেন ইউরোর বর্ষসেরা পুরস্কারও।

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং